বল্লরী

দ্বিতীয় সংস্করণ

(পরিবর্দ্ধিত)

শ্রীকালিদাস রায়

মূল্য আট আনা।

বাঁধাই, বারো আনা।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

সম্পাদিত।

প্রকাশক শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী

২৪নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মানসী প্রেস

১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

প্রমুখ

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটের

ম্যারিগোল্‌ড ক্লাবের বন্ধুগণের

করকমলে।

বঙ্গশ্রী ।

প্রণাম ।

(গীতা)

তুমি এ সৃজন-স্থিতির কারণ, তুমিই ধ্বংসক্ষেত্র,
বহুবাহু, বহুদশনকরাল, রবি-শশী তব নেত্র ।
মুখমণ্ডলে হুতাশন জ্বলে মেলিয়া জিহ্বা সপ্ত,
নিজ তেজোজালে বিরাটনিখিলে করিয়াছ উত্তপ্ত ।

ব্যোমমণ্ডলবিবৃত বক্ত্রে বহুবর্ণের স্ফূর্ত্তি,
সুবিস্ফারিতদীপ্তবিশালনেত্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি ।
হেরিয়া এ রূপ হে ত্রিলোকভূপ, ইন্দ্রিয়ময় ভ্রান্তি,
স্তম্ভিত মোর ধৈর্য্য স্থৈর্য্য, খণ্ডিত মোর শান্তি ।

আদিদৈবত নিখিল বিধাতঃ তুমিই বেত্তা বেদ্য,
হে পরমধাম পুরুষ পুরাণ দ্যুতি তব অতিমেধ্য ।
কোটি কোটি রূপে আপনারে চুপে প্রকট করেছ বিশ্বে,
নন্দিছ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে গন্ধে রসে ও দৃশ্যে ।

কভু পিতামহ কভু হুতবহ যম তুমি কোনো ছন্দে,
বায়ু প্রজাপতি অযুত প্রণতি অর্পি ও পাদপদ্মে ।
অমিতবীর্য্য, বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তাই তুমি সর্ব্ব,
নমি চারি পাশে পিছে পুরোভাগে শীর্ষ করিয়া খর্ব্ব ।

শাশ্বত সত্য

তোমার সত্য-ভাণ্ডার দেব, খুলে দাও, খুলে দাও,
ভবের ভীষণ তমসার পানে জ্যোতির্ময়নে চাও।
আঁধারে সবাই বৃথা খুঁজে মরে,
যাহা পায় তাই বুকে চেপে ধরে,
সত্য পেয়েছি বলিয়া গর্ব্বে হাঁকিতেছে "নাও নাও,"
সত্য-আলোকে তাদের ভ্রান্তি-ধ্বান্ত ঘুচায়ে দাও।

তোমার সত্য সোমের জ্যোতিতে ব্যোম পথে শোভা পা'ক,
ভ্রান্তির পথে অবোধ পান্থ থমকি' দাঁড়ায়ে চা'ক।
শ্রুতি, দর্শন, স্মৃতি, বিজ্ঞান;
বেদ, বাইবেল, পিটক, কোরাণ,
এদের বিশ্বজয়-অভিমান স্তম্ভিত হ'য়ে যা'ক,
জগতের যত গর্ব্বিত গুরু নতশির হ'য়ে থাক।

তোমার সত্য-স্বরূপের দীপ একবার ধরো তুলে,
দেখাও,—অতীত, জঞ্জাল শুধু জ্ঞানসিন্ধুর কূলে।
জগতের এই কোলাহল মেলা
হ'য়ে যা'ক সব বালকের খেলা,
শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতালোক, সব মিশে যা'ক ভুলে,
তোমার সত্য শাশ্বত দীপ, ধরো তুমি ধরো তুলে।

প্রার্থনা

শক্র যদি দিতে হয় দাও তবে ভীষ্মসম, ওহে জগদীশ !
যার শরজাল দেয় বক্ষ চিরি' পরাজ্ঞান, শিরে শুভাশিস্।
চাহিনাক মিত্র আমি, সে যদি শকুনি সম চাটু-মধু মাখি'
সেবন করায়ে নিত্য অসত্যের হলাহল, মৃত্যু আনে ডাকি'।

করগো ভিখারী মোরে, সে যদি বিদুর সম চির-তৃপ্তি-প্রাণ,
মধুর ক্ষুদের লাগি' যার দ্বারে ফিরে ফিরে আসে ভগবান।
করো না নৃপতি মোরে, সে যদি যযাতিসম ভোগ লালসায়,
নিজজরা-বিনিময়ে পুত্রের তারুণ্য তরে মরে পিপাসায়।

দাও প্রভু পরাজয়, যদি বলিরাজ সম ত্রিভুবনহারা,
বালকবামন পদে বিকাইতে পারি শির, লভি' চির-কারা।
চাহিনা বিজয় তবু সমগ্র ভারত ভূমি জিনিয়া সমরে,
স্বজন-সন্ততি-হারা কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের সিংহাসন' পরে।

খর বর্ষা দাও মোরে, কর মেঘবজ্রময় জীবন আমার,
বর্ষণে বিদারি' বক্ষ আনে যেন কমলার আশিস সম্ভার।
চাহিনা ফাল্গুন কভু ফুল-দল কিসলয়ে অলস সুন্দর,
সে যদি স্বপন ভাঙি' নিয়ে আসে বৈশাখের ব্যথিত মর্ম্মর।

বিশ্বরূপ

দিব্য দৃষ্টি দাও দয়াময়, দেখিব আজিকে বিশ্বরূপ,
বিশ্ব ব্যাপিয়া—বিরাট বিশাল বপুতে বিকাশ', বিশ্বভূপ।
কোটিকোটি রবি, গ্রহতারা সবি বিলোচনে তব দীপ্ত হোক।
তোমারি চরণ ঘিরিয়া বরণ-আরতি করুক সপ্তলোক।
স্থূল যাহা আছে হোক্ স্থূলতম, সূক্ষ্ম যা আছে সূক্ষ্মতর;
তোমাতে করুক ছুটাছুটি যত দেব-প্রেত-পশু-যক্ষ-নর।
তোমার চিকুরে জ্বলুক বহ্নি, নিঃশ্বাসে বোক্ মরুদ্গণ;
চরণের তলে ছুটুক সিন্ধু, বক্ষে লুটুক তড়িদ্ঘন।
তোমার বিরাট বদন-বিবরে সকল সাধনা—কর্ম্মচয়,
হেরি আগে হ'তে তুমিই করেছ, যাউক ধর্ম্মাধর্ম্মভয়।

তুমিই কর্ত্তা, তুমিই হর্ত্তা, আমি ত করণ যন্ত্র তব,
সকল অরাতি তোমাতে শায়িত, দাও এ ধারণা মন্ত্র নব।
গাণ্ডীব হাতে দাও তুলে দাও, ক'রে দাও প্রাণে উগ্রতর,
জীবন-আহবে হইব এ ভবে তব সারথ্যে অগ্রসর।

নিবেদন।

ক'রোনা জীবন মম দীর্ঘিকার মত
চিররুদ্ধ,—কাজ নাই মরালে কমলে;
নদীসম ছুটিবারে দাও অবিরত
অনন্তের পানে শ্রান্ত, ব্যথিত উপলে।

মর্ম্মর-মঞ্জরীসম অমর অক্ষয়,
করিয়া রেখনা মোরে প্রদর্শনী-গেহে,
কয় মোরে বনফুল মধুগন্ধময়,
ঝরি নিরিবিলি ফুটি নীহারের স্নেহে।

অনুসন্ধানের শেষ।

(জালালুদ্দিন রুমী)

ভাবিনু বুঝি তোমার সাথে হ'ল বা ছাড়াছাড়ি,
খুঁজিনু তাই দেশে বিদেশে তোমারে মনোহারি!
যেরুসালেমে গেলাম ক্রমে, গেলাম ক্রুশতলে,
খুঁজিনু কত প্যাগোদাশত, খুঁজিনু জলে থলে।
মক্কাভূমে, মদিনা রুমে ঢুঁড়িনু পাঁতি-পাঁতি—
হেরাতগিরি-শিখরে ঘুরি ফিরিনু দিবারাতি,
হিন্দুদেশে সিন্ধুতটে খুঁজিনু কত হায়
অনেক মাথা কুটিনু আমি দেউল দরগায়।
অনেক ঢুঁড়ি ভুনিয়া ঘুরি দেখিনু শেষে আমি,
আমারি মাঝে 'বিরাজ' তুমি, তোমার মাঝে আমি।

অন্তর ও বাহির।

কেমনে তোমারে পাব' ভাবি অনুখন,—
অন্তরে বাহিরে মোর হলনা মিলন।
অন্তর সে ধীরে ধ্যানে ধরিবারে চায়,
বাহির যে কোলাহলে তোমারে তাড়ায়।

স্বচ্ছ ভক্তিরসধারা হৃদয়-পম্পাতে
ছন্দোভাষা-ফেনপুঞ্জ ঢাকিয়াছে তায়,
ভাতিল না প্রতিবিম্ব আলোক সম্পাতে
শব্দের বুদ্বুদব্যূহ হলো অন্তরায়।
মরম যে গূঢ় মন্ত্র চাহিল লুকাতে,
চীৎকারি' ঘোষণা তারে করিল বদন ;
আত্মা যারে বন্দী করি রাখে আপনাতে,
ইন্দ্রিয়-প্রহরী তার কাটিল বাঁধন।
জ্ঞান যারে নেত্র মুদি' করিল ভজনা,
হারাল ফুকারি উঠি বিস্তার রসনা।

তোমার ডাক

মাঝে মাঝে প্রভু, মনে হয় বুঝি মোর খোঁজো তুমি রাখহে,
নানাকোলাহলে ডুবে যায়, তবু মনে হয় প্রভু ডাক'হে।
দু'বাহু বাড়ায়ে ডাকে সংসার,
হাতছানি দেয় আশা বার বার,
প্রলোভন ডাকে বংশীবাদনে হৃদি করে' উঠে টল'মল।
ডাকিছে বিত্ত কলঝঙ্কারে
ডাকে অনিত্য রণটঙ্কারে—
লালসা বিলাস ডাকে হেসে হেসে, পশে কানে সব কোলাহল।
নানা ঝঞ্চনা মোহন বাজনা, প্রাণ শুধু কেড়ে নিতে চায়,
তুমি কোথা ডাকো একতারা-তারে ডুবে যায়, প্রভু, ডুবে যায়।

খোঁজ লও যদি ওগো দয়ানিধি, চোখে চোখে তব রাখহে,
কর্ণ-পটহ দীর্ণ করিয়া নাম ধরে' মোরে ডাক'হে।
সব গোল যেন ঠেলিয়া রাখিয়া
তব হুঙ্কার দেয় চমকিয়া',
তব ডাক রূঢ় নিষ্ঠুর দৃঢ়, কাঁপায় পরাণে থর থর;
আন' ভ্রূভঙ্গি নয়ন অরুণ,
পরুষ কণ্ঠ, বেদনা দারুণ,
অশনিমন্ত্রে করহে ঘোষণা তোমারি শাসন খরতর।
হেলা করে গেছি, তব দেব বাণী শুনি নাই আমি মানি নাই,
তোমার রুদ্র তাড়নায় যেন সব ফেলে তোমা পানে যাই।

তোমার তত্ত্ব

(সাদীর ভাবাবলম্বনে)

শুধা'লে তোমার তত্ত্ব সবে কয় কথা;
না শুধা'তে বলিবার কত ব্যাকুলতা!
তুমি তাহাদের কিছু দাওনি সন্ধান,
তবু তারা জানি বলে' করে অভিমান!
যার পানে চাহিয়াছ প্রেমের নয়নে,
তোমারে করেছে প্রিয় যে ইহজীবনে,
তার সনে নিতি তব শত কথা হয়,—
তাহারে শুধালে সে ত নিরুত্তর রয়!

ছল ছল আঁখি-যুগ, যুড়ি দুটি পাণি,
বলে সে গো "জানি কিগো, জানি কতখানি ?
কি বলিতে কি বলিব, হবে কি না হবে,
বলিতে প্রিয়ের কথা কে পেরেছে কবে ?"
যে জন চরণতলে নিতি রহে বসি'
বলিতে তোমার বার্ত্তা সে নহে সাহসী।

উন্মাদনা

(জালালুদ্দিন রুমী)

মাতাও প্রভু, মাতাও তবে প্রেমের মদিরায়,
উচ্ছলিয়া দাওগো সুরা নয়ন-পিয়ালায়।

তোমারি ছবি ফুটুক মম হৃদয়-দরপণে,
বিনত কর মৌলি মোর, শ্রীকর অরপণে।

নয়ন মোর মুদায়ে দাও রেঁহার কলিসম,
অলক তব বুলায়ে দাও ললাট' পরে মম।

কহগো কথা—আনন তব কানন ভরা ফুল—
মুকুলে যথা কোকিল গাহে, গোলাপে বুলবুল।

আনার-সুধা ঢালিয়া হাসে, আঙুর 'পানা' চুমে,
মোহন তব সিরিণী-রসে মগন কর ঘুমে।

চিরপ্রকাশ।

আঁধারে তোমারে ঢ়ুঁড়েছি বৃথায় ঘুরে ঘুরে সারারাতি,
গিরি নদীকূলে দেউলে দেউলে হাতে লয়ে ক্ষীণ বাতি।
হে চিরপ্রকাশ, আলোর মাঝারে
হারায়ে তোমারে খুঁজি যে আঁধারে,
সকল আলোর পরম আলোক জল্ জল্ তব ভাতি।
লুকায়ে বেড়ান' নহে তব কাজ, বৃথা কেন খোঁজা তবে?
নয়নের বলে ভেদি তেজোজালে তুমি জাগ অনুভবে।
তোমারে হেরিতে হে মহাতপন,
দীপ জ্বালি' নিশা বৃথায় যাপন,
তোমার আলোকে তোমারে হারাই, ঝলসে নয়নপাতি।
আঁধারে তোমায় খুঁজেছি বৃথায় ঘুরে ঘুরে সারা রাতি॥

রুদ্র ও শিব।

এগৃহ যদি আঁধারই কর শ্মশানসম ভয়াল-ই
তাহে, তোমার লাগি' হইবে শব সাধনা।
শোভনতর যদিবা কর জ্বালায়ে হেম দীপালী
তবে, আরতি হ'বে বাজায়ে মধু বাজনা।

মরমে যদি বিদারি' দাও দারুণ অসি-আঘাতে,
তবে, রুধির-ধারা চরণে যাবে ছুটিয়া,
চরণে যদি পরশ কর, অমল-পদ-প্রভা-তে,
তবে, হইয়া সিতকমল র'বে ফুটিয়া।

জীবনে মম যদিবা দহো-দুঃখ ব্যথাকলুষে,
তবে, ধুপের মত দেউলে দহি মরিবে,
স্নিগ্ধতর যদি বা কর', তব প্রসাদপীযূষে
তবে, অগুরু-ধারা হইয়া পদে ঝরিবে।

সুখে বা দুখে, পুণ্যে পাপে, যেমনি রাখ এ দাসে,
চির, করুণা তব চরণে প্রভো মাগি হে,
তোমার পূজা সেবার লাগি' তোমারি বেদী-সকাশে,
যেন, আমারি সবি সতত রহে জাগিয়ে।

মরণ

আমি তপনের মত চাহিগো মরণ,
উজলিয়া সন্ধ্যারাগে হাসিতে হাসিতে,
হোক্‌না সে স্বল্প কেন ধরার জীবন,
হোক্‌না সে দিন-দিন যাইতে আসিতে।

চাহিনা মরণ আমি চন্দ্রমার মত,
পক্ষ ধরি' তিলে তিলে ক্ষয়ের যাতনা,
হোক্‌না জীবন দীর্ঘ হ'তে পারে যত,
চারি পাশে তারাদল করুক অর্চ্চনা।

কামনা

পতনই হয় যদি, সে যেন জানু পাতি'
তোমারি আরাধনে হয় শেষ,
অশ্রু ছুটে যদি, ছুটে তা, যেন তব
মহিমা দয়া হেরি', পরমেশ।
বিদরে হিয়া যদি, পরের দুখ হেরি'
সে যেন হয়ে যায় শতখান
মরণ আসে যদি, পালিতে তব ব্রত
জীবন হয় যেন অবসান।

যাত্রা

অমৃত দেশে যদি যাইবে, তবে দাও
প্রখর স্রোতে তরী খুলিয়া,—
ত্বরায় চলি' যাবে অথবা ঘুমাইবে
পাথায় তলে সব ভুলিয়া।

তুফান ঝড়ে ডরি কি হবে চির তরে
চড়ায় বেঁধে রেখে তরণী ?
মরিবে তিলে তিলে, কালের খরস্রোতে
উপেখি' চলে যাবে ধরণী।

অপ্রবুদ্ধ উপভোগ

পড়েন গোঁসাইখুড়ো,—গদ গদ ভাষা—
সুর করি' ভক্তিভরে ভাগবত—শ্লোক ;
মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রয় দীন ভক্ত চাষা,
আবৃত্তি শুনিয়া জলে ভরে' গেল চোখ।

ফিরিয়া তাহার দিকে কহেন গোঁসাই,
"অর্থ না করিতে তুই কি বুঝিলি বল ?"
চাষা কয়—"হে ঠাকুর, কিছু বুঝি নাই,
জানিনা মানেনা মানা চোখে কেন জল।"

মায়ামুগ্ধ

ভাল করে টেনে দাও মায়া-অন্তরাল,
ভাল করে ঢেকে দাও দিক্ চক্রবাল
নিবিড় নীরদ দিয়ে। যাদুর অঞ্জন
ভাল করে দাও চোখে করিয়া লেপন।
নিবিড় করিয়া তোল' পিয়াল তমাল,
ভাল করে পাত' মধু সম্মোহন-জাল,
চাহিনাক যুক্তি তর্ক সত্যের উদ্দেশ
অনিত্যের মোহাবেশ, এই বেশ-বেশ
ভুল নিয়ে মায়াঘোরে আহা বেশ আছি
যত প্রিয়জন আছ এস কাছাকাছি।

এত আশা ভালবাসা সোণার স্বপন
হায়রে লুটিয়া লবে রুদ্র জাগরণ ?
খুলোনা দিগন্তদ্বার, সত্যতেজোজালে
মায়ার জোনাকী, দগ্ধ হব পালে পালে।

প্রকাশ-পীড়ন

লৌহবর্ম্মাবৃত পাপ প্রায়শ্চিত্ত কেবল বাড়ায়,
ন্যায়ের শানিত অসি রক্তসহ টেনে আনে তায়।
পাপ সে কি রহে গুপ্ত ? ছিন্নবাস যার আবরণ
কুশাগ্র প্রকাশে তারে, নাই তাহে প্রকাশ-পীড়ন।

সত্য

সত্য সে ত অবিশ্রান্ত সাধনার ফল,
তরুর বুকের রক্তে সরস মধুর ;
নহে সে রঙীন ফুল অলস উজ্জ্বল,
ক্ষণিক-কামনা-জাত, লতিকা-বধূর।

এ নহে জনকাহৃত অনায়াসাগত,
ছলজিত, অপহৃত রাজসিংহাসন,
এযে জয়, দিগ্বিজয়—বক্ষে লভি' ক্ষত
হারাইয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে সর্ব্বাত্মস্বজন।

এ নহেত স্বতঃ স্রুত, গিরিপাদতলে
ঋতুর প্রভাবগত উৎস ধারা নয়।
ভূমি-গর্ভে এ যে বহু খননের বলে
উত্থিত কূপের বারি, অমল অক্ষয়।

এ নহে চাঁদের আলো শীতল তরল,
এ যে দীর্ণঘন-হৃদে চপলা প্রখর;
স্নেহের আশিস নহে ধান্য দূর্ব্বাদল,
কাননে কান্তারে তপে অর্জ্জিত এ বর।

স্ফটিক গৃহ

এ জগৎ মুকুরের গৃহ, হেথা শত প্রতিবিম্ব ঘিরে,
তোমার সকল ভঙ্গিভাব তোমাকেই নিত্য দেয় ফিরে।
প্রসন্ন মধুর মুখগুলি চারিদিকে যদি প্রয়োজন,
প্রসন্ন সহাস মুখে তবে এ সংসারে কর বিচরণ।

অমিল

জাগি আজি বিশ্বপটে প্রকৃতি-সুন্দরী
ছবিছন্দে শোভিতেছে কবিতার সম;
কি মঞ্জুতা, কি মাধুরী ঢলে অঙ্গ ভরি!
বর্ণে বর্ণে পুষ্পপর্ণে লাস্য মনোরম।

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-সুষমা-বিকাশে
কত ভূষা বেশে যে সে রয়েছে ভূষিয়া ;
কূজনে, গুঞ্জনে, মন্ত্রে, শ্লেষ অনুপ্রাসে,
করিতেছে সুধাবৃষ্টি শ্রবণে পশিয়া।
অলি ফুলে, বধূবরে, দ্রুমলতিকায় ,
লহরে লহরে আহা নীহারে নীহারে,
কি মধুর মিল মরি সিন্ধু চন্দ্রিকায় !
নিখিল উঠেছে মাতি' মিলন-ঝঙ্কারে !
এক পংক্তি ছন্দোষতি-রস-মিলহীন—
আমি শুধু এ সৌষ্ঠব করেছি মলিন।

বাকীপথ

(জালালুদ্দিন রুমী)

তুমি ছিলে ধূলিরাশি, নির্জীব অসাড়,
আত্মায় ভূষিল কে ও জীবন তোমার ?
জড়, তুমি হইয়াছ চৈতন্যে অক্ষয়,
অন্ধকার ! হইয়াছ পুণ্য জ্যোতির্ম্ময়,—
এতদূর যে তোমারে আনিল আগায়ে,
জাড্য হ'তে যে তোমারে রাখিল জাগায়ে,
সে—ই বুকে লবে টানি', ভাবনা নিষ্ফল,
বাকী পথ দূর নয়,—সুগম সরল।

সম্যক্ দৃষ্টি

মোরা হেরি মধ্য শুধু, তাই হেরি যত দ্বন্দ্ব ভেদ,
আদি অন্তে নাহি জানি যথা মিলে সকল বিচ্ছেদ
মোরা হেরি অংশ শুধু, তাই হেরি সবি লক্ষ্যহারা,
সমগ্রেরে নাহি জানি যথা চির শৃঙ্খলিত তারা।
কমলের শতদলে হেরি শুধু বৈচিত্র্য-বিকাশ,
রহে ঢাকা বৃন্ত তার অবলম্ব—মিলন-নিবাস।

দ্বন্দ্ব-দশক।

আনন্দ ও সুখ।

আনন্দের নাহি জাতি, বিদ্যা, বিত্ত, সজ্জা, লজ্জা-লেশ,
পাগল—হোলীর রাজা, নহে জ্ঞাত তার গোত্র দেশ।
ভিক্ষায় নাহিক কুণ্ঠা, অপমানে নাহি দৃকপাত,
যশে তার নাহি স্পৃহা, নৃত্য ক'রে ফিরে দিনরাত।

রাজার দুলাল—সুখ, অভিজাত্যে গর্ব্বস্ফীত মন,
ফুল-শয্যা'পরে যাপে কর্ম্মকুণ্ঠ ব্যসনী জীবন ;
শত্রু ভয়ে চিত্ত কাঁপে, ম্লান মুখে চাহে ভৃত্যপানে,
সমস্ত নিখিলে কৃপা করিবার স্পর্দ্ধা তবু প্রাণে।

ধনী ও মণি।

এখানে ধনী হবে মণিরে বেঁধে রেখে—
এ বৃথা আশা মিছে কেন গো কর আর?
এখান হ'তে সব চলিয়া একে একে,
স্বরগে রচিতেছে মণির ভাণ্ডার।
কাঙাল হেথা মোরা, ভিখারী অতি দীন,
স্বরগে ধনী মোরা, রাখি না কারো ঋণ।

ভক্তি ও ঘৃণা।

ঊর্দ্ধে ছুটে উৎস সম ভক্তি, হৃদি উদ্ঘাটি',
স্বরগপানে টানিতে চাহে হৃদয়ে;
ঘৃণা সে নামে প্রপাতসম মর্ম্মশিলা উৎপাটি,
জীবনে নীচে আনিতে চাহে নিরয়ে।

ভক্তি সে যে চিৎকমলে করে অনবগুণ্ঠিত
অমলদলে গন্ধ মধু বিতরি';
ঘৃণা তাহারে সসঙ্কোচে মুদিয়ে করে কুণ্ঠিত,
অন্ধকারে অসিত দলে আবরি'।

বল ও প্রেম।

বাঁধন যদি বাঁধিতে হবে নিয়োগ কর অঙ্গুলি,
ছুরিকা শুধু বিয়োগ করে ছেদনে ;
সকল দ্রোহ দ্বন্দ্বে, প্রেম থামায় শুধু হাত তুলি
শক্তি শুধু বাড়ায়ে তুলে পীড়নে।

জ্ঞান ও প্রেম।

জ্ঞান, প্রেম, দু'জনেই ত্যাগবীর, তপস্বী, বৈরাগী,
ঐহিকতা একেবারে ঘৃণ্য বলি' তবু নাহি মানে ;
জ্ঞান বিশ্বামিত্র সম যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠার লাগি',
প্রেম কণ্বসম নিজ বুকে টানে পরের সন্তানে।

সৃষ্টি ও প্রলয়।

স্নেহময়ী অন্নপূর্ণা—মাতৃ দেবী সৃষ্টি তারে কয়,
রুদ্ররূপী মহাকাল—বিষকণ্ঠ, জনক প্রলয় ;
এ বিশ্ব তাঁদের পুত্র। কারে কহ জনম মরণ ?—
মাতৃ-ক্রোড় হতে শুধু পিতৃ-ক্রোড়ে গমনাগমন।

অনুতাপ ও অশ্রু।

যবে অনুতাপ সব গ্লানি পাপ করিল ভস্মচূর্ণ,
অশ্রু-গঙ্গা ভাসাইল তায় দূরদূরান্তে তূর্ণ।
অনুতাপ যবে হল-কর্ষণে কোমল করিল চিত্তে,
অশ্রু ভূষিল খর বর্ষণে শস্য-শ্যামল বিত্তে।

অনুতাপ যবে বিজয়োন্নত দাঁড়াল শিবির কক্ষে,
অশ্রুহীরক-বিজয়-মাল্য দুলিল তাহার বক্ষে।
নারায়ণ যবে অনুতাপরূপে অবতরিলেন মর্ত্তে,
লক্ষ্মী তখন অশ্রুর রূপে মিলিলেন আঁখিবর্ত্মে।

প্রতিহিংসা ও ক্ষমা।

বাড়ায় হিংসার গতি প্রতিহিংসা, পাপে বাড়ে পাপ,
হিংসারে যে হিংসে সেত নহে হিংসা, সে যে অনুতাপ।
হিংসকের হিংসা সেত ধ্বংসানলে হবির বর্ষণ,
ক্ষমা যে বরুণ-মন্ত্র, হে সক্ষম, কর উচ্চারণ।

তপ ও জ্ঞান।

মিলে হাসি-মুখ শত জনমের কত তপ-উপচয়ে,
মূঢ় সেই জন রূঢ় তপ যেবা করে তার বিনিময়ে।
সরল হৃদয় অগাধ জ্ঞানের পরম চরম দান,
পাপী সে করে যে তার বিনিময়ে জটিলতা সন্ধান।

হাসি ও কান্না।

(Sir W. Jones ও তুলসী দাস)

তুমি যবে জন্ম নিলে নগ্নদেহে, জননীর কোলে,
সকলে হাসিল শুধু কেঁদেছিলে, তুমি কলরোলে ,
চিরনিদ্রা এলে পরে, তব ব্রত উদ্‌যাপন শেষে,
সবে পাশে কাঁদে যেন, চলে যাও তুমি শুধু হেসে।

প্রকৃত লক্ষণ।

মুখ হাসে যাহে, নাহি হাসে চোখ, তার নাম নয় হাসি,
বুক না কাঁদিলে হয় না কান্না, চোখে শুধু জলরাশি।
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাক গান নাহি গাহে যদি প্রাণ,
আত্মা না দিলে শুধু হাতে-করে'-দেওয়া নহে কভু দান।

আত্মতৃপ্তি।

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্)

ধরার নদী সাগরে নারে মিটা'তে তৃষা ক্ষিপ্ত,
প্রাণের রস-উৎস বিনা কোথায় কেগো তৃপ্ত ?
গন্ধে ভরা আপন নাভি, বিমোহে মৃগ ভ্রান্ত,
জড়িয়ে মরে অন্ধকারে, বৃথাই ছুটে শ্রান্ত।

তৃষা।

যে চির-তৃষিত, তৃষা যার ব্যাধি মিটেনা তাহার তিয়াসা ;
মিটে, তার দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া কত তৃষিতের পিয়াসা।
শ্রাবণের ধারা পান করি ভূমি আরো চায় মুখ ব্যাদানে,
তাহারি একটু পিয়ে তরু তোষে মরুরেও সুধা-প্রদানে ।

দেবতার মুক্তি

মানব মন্দির রচে শিলা দিয়ে উন্নত সুন্দর,
দেব-কারাগার, তাহে বন্দী দেব ব্যথিত কাতর ।
অশ্বত্থ মন্দির রচে বিদারি সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি, অঙ্কে তার লভে নিদ্রা-সুখ।

পূর্ণ প্রতিফলন

বিশ্ব ভরিয়া আলোকের ধারা, পথ নাহি খুঁজে পাও,
সকল ধারার অধিশ্রয়নে হৃদয় পাতিয়া দাও।
তোমার হৃদয়-হীরক খণ্ড তপনের মত জ্বলে'
কত যে ভ্রান্তে দেখাবে পন্থা প্রতিফলনের বলে।

তপ।

(কালিদাস)

কল্পপাদপ যে কাননে বহু ভোগ্য বস্তু বহে,
ঋষিরা তথায় শুধু বায়ু পানে পরাণ ধরিয়া রহে।
তথাকার তোয় হেমকমলের পিঙ্গল রেণুময়,
শৌচের লাগি তাহে করে স্নান, বিলাসের লাগি নয়।

মণিময় শিলাগুহা হ'তে করে অপ্সরী আনাগোনা,
তাদের নিকটে জয় করে তারা কামের উত্তেজনা।
তপে যা কাম্য তারা তা হেলায় পায় ঠেলি' অনুখন
তথা করে তপ,—কতনা শ্রেষ্ঠ তাদের কাম্যধন!

সুন্দর ও মধুর

মণি-মৌক্তিকে কিরীটে ছত্রে ভূষিয়া নৃপতি যবে
রমণীয় রথে বাহিরান পথে জনগণ কলরবে,
পথের ভিখারী হেরি' চোখে তাঁরি ফুটে যে অশ্রুবারি,
তাহা তাঁর কোটি মাণিকের চেয়ে ঢের বেশী মনোহারী।

করে অনুযোগ করুণ নয়নে, হস্তে অন্ন-থালা,
বিলম্বাগত ভিখারীরে যবে দয়াময়ী ধনিবালা,
"কেন হতভাগা, যাস্ দ্বারে দ্বারে, রয়েছ ত আশ্রয়।"
সেই ভৎর্সনা ক্ষীর ননী ছানা চেয়ে ঢের মধুময়!

নিভৃতের প্রয়োজন

গ্রীষ্ম দহনে কোথায় গোপনে হ'ল উপাদান-আহরণ,
তবেত সহসা বারিদ-বক্ষে বরিষার বারি-বরষণ।
ধরার জঠরে নিভৃত কুহরে হ'ল কত যুগ আয়োজন,
তবে ত সহসা বিশ্বোল্লাসী মহাপুরুষের আগমন।

অজ্ঞাত বাসে বন-কান্তারে হ'ল ধীরে বল-উপচয়,
কুরুপাঞ্চাল মহা সংগ্রামে পাণ্ডব তবে লভে জয়।
কাজ হবে যত বিরাট বিতত, আগে তাহা তত ঘটাহীন,
তত ধীরে ধীরে নিভৃতে নীরবে আয়োজন চলে নিশিদিন।

জীবনময়

ভেদি' দিগন্ত কুহেলি-ক্লিন্ন কান্ত বিধুর পীযূষ ঢালা,
ঘৃণ্য পঙ্কে সরসী-অঙ্কে বিকচ মধুর কমলমালা,
নীরস-পাষাণ-দারণ বিদারি' নিঝর ধারায় সুধার রস,
সবগ্লানি বাধা অখ্যাতি ভেদি' সাধনা সিদ্ধি সাধুর যশ,
সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব দলিয়া স্থির প্রত্যয়ে একের ধ্যান,
লালসা ভোগের অসার নিঙাড়ি' বিরাগ যোগের অমৃত জ্ঞান,
পাপ-পঙ্কিল মরম আলোড়ি' অনুশোচনায় বিভুর জয়,—
গরল সাগরে ইহাই অমৃত, মরণের মাঝে জীবন ময়।

তুলনার শেষ

সত্য হ'তে বর্ম্ম কিবা, আত্মদান হ'তে মান,
বিত্ত কিবা হ'তে আঁখিনীর ?
মুক্ত হ'তে ধনী কেবা, ভক্ত হ'তে জ্ঞানবান,
রিক্ত হ'তে বলো কেবা বীর ?

জ্ঞান ও ভক্তি

(জ্ঞানের কথা)

হে মানব, পর-সেবা পর উপাসনা,
সাজে কি তোমার এত আত্মাবমাননা ?
স্মর তুমি কার পুত্র। যুঝ' প্রাণপণে
আত্ম প্রতিষ্ঠার লাগি—এ মর্ত্ত্য জীবনে !

(ভক্তির উত্তর)

যদিও আমার পিতা বিশ্বের ভূপাল,
তবুও সেবক, ভিক্ষু, সারথি, রাখাল।
পিতা যদি সেবি' পরে ফিরে দ্বারে দ্বারে,
কেমনে সন্তান দূরে র'বে ছাড়ি' তারে ?

ভোগই মৃত্যু।

মক্ষী পশে, যত দ্রাক্ষারসের কলসে
ততই রক্ষার আশা যায় দূরতর।
শলভ যতই আসে প্রদীপ-পরশে
জ্বলন্ত ততই তার দাহন প্রখর।

যতই প্রবেশে কীট কুসুমের রজে
ততই ঘনায় তার মরণ তিমির।
লালসা ভোগের কূপে ভোগী যত মজে
সংহারের আলিঙ্গন ততই নিবিড়।

সান্ত্বনা।

কে তুমি এসেছ দিতে আমায় সান্ত্বনা
উদাস নয়নে বহি' তপ্ত অশ্রুকণা?
বাক্যে যা লুকাতে চাহ—রুদ্ধ মর্ম্মদাহ
উচ্ছ্বসিয়া রক্তিমায় খুঁজে পরীবাহ।
লুকাতে পারনি সখা কণ্ঠের জড়তা
গুমরি' গুমরি' চাপি' দীর্ঘশ্বাস ব্যথা।

তোমারে চিনেছি বন্ধু তুমি পর নও,
তবে কেন সান্ত্বনার তত্ত্বকথা কও ?
গলাগলি কাঁদি এস, কেন মুখ ঝাঁপি'
দূরে দূরে মর্ম্মব্যথা রাখিয়াছ চাপি'।
অশ্রুনদী সিন্ধু চাহে, ছুটে তার সুখ,
সান্ত্বনা-উপলে কেন রোধ' তার বুক ?

ঈর্ষা ও যশ

এ পারে মরুভূ ধূ-ধূ,—দহে পদ ঈর্ষ্যাসিকতায়,
লুব্ধ করে' ক্ষুব্ধ করে যশ হেথা মরীচিকা প্রায়।
মরণের পর পারে ধরেছে সে স্নিগ্ধ শ্যাম কায়া,
কূজন গুঞ্জন স্তবে পুষ্প-অর্ঘ্যে ঋদ্ধ বনচ্ছায়া।

বৈরাগ্য

(সাদীর ভাবাবলম্বনে)

পাকিবারে দাও ফলে, ছিঁড়না ত্বরায়
আপনি সে বৃন্তচ্যুত পড়িবে ধরায় ;
ফলের পক্বতা সাথে বীজ পুষ্ট হবে,
জন্মিবে বিশাল তরু রসাল বৈভবে।
শেষ বিন্দু ভোগ-তৃষ্ণা মিটুক ভূতলে
সুপুষ্ট বৈরাগ্য-বীজে চতুর্ব্বর্গ ফলে।

সমাধি-উদ্যান

সমাধি উদ্যান সম এ দেহ সুন্দর,
মিনারে গম্বুজে থামে, লতায় পাতায়,
চারু চিত্রে কারু শিল্পে। ছন্দিত অক্ষর
উৎকীর্ণ ললাটে কিবা গুণের গাথায়!

দুয়েরি অন্তরে মৃত্যু-কঙ্কালের রাশি
পাংশুম্লান করিয়াছে সব শোভা-সুখ;
নীরক্ত পরাণহীন মুখে শুধু হাসি,
দীর্ঘশ্বাস রুদ্ধ থাকে স্ফীত করি' বুক।

কল্পতরু

হের অই কল্পতরু সর্ব্বরত্নখনি,
শ্যামল পল্লব তার ইন্দ্রনীল মণি,
চীনাংশুক রাঙ্কবের বল্কল জড়িত,
রজতের কাণ্ড যার, সুশোভন সিত।
স্বর্ণপুষ্প ফুটে যাহে ধরে মুক্তাফল,
প্রবালের কিসলয় করে ঝলমল,
মরকত শাখাজাত হীরক-মঞ্জরী,
মর্ম্মর পাষাণ' পরে পড়ে ঝরি' ঝরি'।
কেবল শিলায় গাঁথা তার পাদতলে,
জীবন রয়েছে লৌহ শিকড়ের বলে।

অর্ঘ্য

"ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-সত্র সভাতলে,
কে লভিবে অর্ঘ্য আজি রাজন্যের দলে ?"
উঠিল যখন প্রশ্ন—মহাকোলাহল,
একবাক্যে উচ্চারিল অতিথি সকল,—
"কেশব ! কেশব হতে বরিষ্ঠ ধীমান
কেবা আছে শৌর্য্যে গুণে জ্ঞানে গরীয়ান ?"
তখন নোয়ায়ে শির, ঢালি' পাদ্য জল,
কেশব ধুইছে গুরু-দ্বিজ-পদতল।

অবিবেচক

(সেক্সপীয়র)

একটি পলের তুচ্ছ আনন্দের লাগি'
কে কাঁদিবে যুগ যুগ ধরি ?
অনন্ত শাশ্বত সত্য কে হারাবে হায়,
একটি খেলানা সার করি ?
একটি মধুর দ্রাক্ষা-রস-পান তরে
কে নাশিবে গোটা দ্রাক্ষাবন ?
কোন্ মূর্খ পরশিতে রাজার কিরীট
রাজদণ্ডে হারাবে জীবন ?

গোষ্পদের জয়।

দূর দিগন্তে উদিছে ইন্দু মধু পূর্ণিমা সাঁঝে,
তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিল সিন্ধু তড়াগ নদীর মাঝে।
লম্ফে ঝম্ফে প্রসারিয়া বাহু সিন্ধু গরজি' কয়,
"বিশাল বক্ষে পূর্ণ চন্দ্রে ধরি, নিব নিশ্চয়।"
নির্ম্মলা নদী গরবে নাচিয়া কয় কল কল তানে,
"সুন্দরী আমি—পূর্ণ চন্দ্রে আমি ধরি' নিব প্রাণে।"
কুমুদ ফুটায়ে মরাল ছুটায়ে তড়াগ হাসিয়া কয়,
"কেন এ দ্বন্দ্ব? পূর্ণ চন্দ্র মোর বই কারো নয়।"
উদিল ইন্দু! লজ্জিত সবে,—ভাঙ্গা চাঁদ বুকে ভায়,
গোষ্পদ-হৃদে পূর্ণ বিম্ব বিস্ময়ে হেরে হায়!

কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা

(নৈষধচরিত)

ফলফুলভরা শাখা নুয়ে নুয়ে পড়ে ভূমিতলে,
"কেন সখা নত'শর এ গৌরবে?" শুষ্ক শাখা বলে।
শাখা কহে এ গৌরব, এ সৌরভ, যাঁদের কৃপায়,
তরু ও ধরিত্রী ধাত্রী,—নমোনমঃ তাঁহাদের পায়।

মধ্যপথে

শিশু যদি মাতৃ-অঙ্ক ছুঁইতে না পারে
জননী নোয়ায়ে তনু চুমে লয় তারে।
সিন্ধু যদি নাহি পারে ছুঁইতে চরণ,
গগন দিগন্তে নমি' দেয় আলিঙ্গন।
নদী যদি ক্লান্ত শ্রান্ত ছুটি' সিন্ধুপানে,
জোয়ারে উছলি' সিন্ধু বুকে তারে টানে।
ভক্ত যদি দীন ক্ষীণ, ছল-ছল আঁখি,
দয়াল বাড়ায়ে বাহু লয় বুকে ডাকি'।

সুখ ও দুঃখ

সুখ এসে স্নেহময় কর পরশনে
ললাটে লেপিয়া যায় যে কজ্জল ভার,
দুখ এসে সে কজ্জলে কঠোর মার্জ্জনে
মুছিয়া প্রকট করে উজ্জ্বলতা তার।

ধনীর করুণা

অশনি ক্ষণিক আলো দিয়া গরজনে কাঁপায় অন্তর।
ধধূপ ক্ষণেক শোভাদানে ভস্ম হয়ে পড়ে আঁখি' পর।

হৃদয়ের ব্যবহার

যেখানে প্রেম নাই,   কত যে বিবেচনা
হৃদয়ে বাঁধে শত অছিলায়,
যেখানে প্রেম রাজে   সরল অবিচারে
তরল হয়ে তথা গলে' যায়।
যেখানে প্রেম ক্ষীণ   অর্থ খুঁজে বুঝে
ওজন করে' প্রাণ কথা কয়,
যেখানে প্রেম ঘন   কত কি করে' যায়
নাহিক বাঁধাবাঁধি দ্বিধা ভয়।

শোভন

তরুণারুণ কর   নীহার নীহারে পড়ি'
ঊষারে করে মণি-মালিনী,
বৃষ্টিধারা শেষে   ইন্দু মৃদু হেসে
নিশারে করে শোভাশালিনী।
তপোজ স্বেদকণা   হোমের আলো মাখি'
ঋষির ভালে রচে সুষমা,
করুণালোক যদি   উজলে আঁখিজলে
তাহার নাহি মিলে উপমা।

(ঐ

আমার এ গৃহে যা কিছু চেতন হয়েছে মৃতের পারা
ফুকারি দুঃখে উঠিছে কাঁদিয়া অচেতন ছিল যারা।
মূষী সে হয়েছে মুষলীর প্রায়, রুগ্ন দৈন্যহত ;
মার্জ্জারী, মূষী—শুনী, মার্জ্জারী, গৃহিনী শুনীর মত,
জীবের এ দশা ! লূতাতন্তুর বসনে আবৃতা দীনা
ঝিল্লীর তানে কাঁদিয়া উঠিছে চুল্লী চেতনাহীনা।

শান্তিস্থাপন

বিশ্বে যদি শান্তি চাহ রহ তবে আপনি নীরব
কৃপণের মত রাখ গোপনে সে শান্তির বিভব।
নীরব করা'তে বিশ্বে ছুটে যেবা শান্তি শান্তি' হাঁকি'
অশান্তি বাড়ায়ে তুলে ভাঙে শান্তি যা-ও আছে বাকী।

দেহ ও আত্মা

দেহের তৃষ্ণায় যথা জন্মে পাপ আত্মা নাহি যোগ দেয় তায় ;
অনুতাপ-গঙ্গাস্নানে দূর করে স্পর্শজাত সব কালিমায়।
এ মিলন ক'দিনের ? কোনরূপে সহে আত্মা ক্ষমা ঘৃণা করি'
দেহাতীত চিরপ্রিয় অনন্তের উত্তরীয়-প্রান্তখানি ধরি'।

নিরবচ্ছিন্নতা

কর্ম্মহীন নিশিদিন করিলে যাপন,
অবসাদে সারা অঙ্গ পড়ে অলসিয়া।
নিশি দিন জ্বলে যদি আকাশে তপন
আলোকে নয়নযুগ যায় ঝলসিয়া।
মধুপান করি শুধু জীবন যাপনে
সন্তরি মধুর হ্রদে, বড়ই যাতনা।
অবিমিশ্র ভোগ সুখ তরঙ্গ তাড়নে
ক্লান্তিতে ইন্দ্রিয়কুল হারায় চেতনা।

স্ফটিকের পাদপীঠ

(সাদীর ভাবাবলম্বনে)

স্ফটিকের পাদ-পীঠ বিভুপদতলে
আনন্দ-আলোকে কিবা মহিমায় জ্বলে।
ভক্তগণ তার মাঝে করিতেছে বাস
স্বচ্ছতায় তাহাদের করিছে প্রকাশ।
ওরে লুব্ধ মন তুই তাহাদের মাঝে
যদি বা রহিতে চাস্ সজ্জন সমাজে,
অশ্রু-হীরা-খণ্ড দিয়া বিদারিয়া তায়
প্রবেশ করিয়া রহ বিভু পদচ্ছায়।

শ্রেষ্ঠতার পূর্ণতা

লয়ে অমাত্য পাত্র মিত্র আরোহি' রম্য রথে
পুর জনপদ পরিদর্শনে চলে রাজা রাজপথে।
প্রণমে দু'ধারে যুক্ত দু'করে ভক্তিতে প্রজা যত
দেয় প্রতিদান নৃপ আরো বেশী শীর্ষ করিয়া নত।
সখা কয় "নৃপ তোমার অতটা শিরোনতি নাহি সাজে
কুলশীলধনে সবা হ'তে তুমি শ্রেষ্ঠ এ দেশমাঝে।"
রাজা কয় "সখা, যদি সব গুণে বড় বলে' মোরে ধর'
বিনয়েও কেন বড় হ'য়ে তবে হবো না আরও বড় ?"

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়

রথ-ঘর্ঘরে হ্রেষা-বৃংহনে অসিপ্রাশ-ঝন্ ঝনে
চলে মহারাজ মৃগয়ায় আজ কম্পিত করি' বনে।
ভাঙ্গে তরুশির ছিঁড়ে লতাজাল পদাতি অশ্বকরী
বনের হরিণ আশ্রয় লয় আশ্রম-বেদী' পরি।
সহসা উঠিল একটি শীর্ণ তর্জ্জনী পুরোভাগে
তপোজপ-ক্ষীণ যজ্ঞ-মলিন মূর্ত্তি জাগিল আগে।
বন্দিত যত গজ-তুরঙ্গ, স্তম্ভিত অসি-শর
কম্পিত ভীত অনুচরগণ, নতশির নৃপবর।

অদৃষ্টের পরিহাস

কল্পতরুতলে গিয়ে কারো মিলে মণি রত্ন ধন
কারো মিলে পুত্র কন্যা কারো মিলে সৌন্দর্য্য মোহন ;
কেহবা দুর্গম পথে নাহি পেয়ে কল্পবৃক্ষ খুঁজি'
হারায় বুকের ধন দস্যুহস্তে,—জীবনের পুঁজি।

বিধির বিধান

একদা চৈত্র-দিবা অবসানে ঝঞ্ঝা ছুটিল রণে,
ঝলকে ঝলকে করকাবৃষ্টি যোগ দিল তার সনে।
যজমানগৃহে শ্রাদ্ধ সমাপি' পুরোহিত দুইজন
ভগ্ন দেউলে আশ্রয় নিল স্মরি 'জয় নারায়ণ।'
হেরিয়া তথায় চণ্ডাল এক রুগ্ন মলিন-বেশ
ঘৃণাহঙ্কারে জ্বলিল তাদের অঙ্গুলি হতে কেশ।
চণ্ডাল সহ দেব মণ্ডপে! শিহরি' উঠিল তনু
তণ্ডুল ঘৃত রয়েছে হস্তে,—মুণ্ডের পরে মনু।
পদাঘাত করে' কে হ'বে অশুচি, ধমকালে নাহি নড়ে;
ঢিল মেরে মেরে শেষে তারে দূর করা হলো পথ'পরে।
চণ্ডাল হেরে তরুতলে পড়ে' হেনকালে ভয়াবহ
বজ্র গরজি সহসা দহিল দেউল বিপ্র সহ।

আশাকর্ষণ

শরতের সিত শোভা দরশনে স'হি বারিধারা বরষায়,
হিমানীর পাণি সহি পরশনে মধু যামিনীর ভরসায়।
সকল যাতনা সহি বুকে বহি দুখ হবে বলি' অবসান
ভাসিতে ভাসিতে পেতে পারি কূল সেই ভেবে বাহি তরীখান।

জনমে মরণে জীবনে জীবনে এত ব্যথা তাপ জ্বালা হায়
ফিরে ঘুরে আসি' মাথা পেতে লই মুক্তির সুখ-পিপাসায়।
তব সংসার-সৌর-চক্র আশাকর্ষণে,—ভগবান!
না বেঁধে ঘুরালে মহানীলিমায় কোথা হ'ত তার তিরোধান।

একটি চিত্র

কোঠা ইমারত কোথা গেল অত আজি জমিদার-ভাই?
ভিখ মাগিতেছ পথে পথে, নাই মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।
বাকী খাজনার জাল -মামলায় আমায় খাটালে জেল।
ভিটে-মাটী-ছাড়া করেছিলে, ভাই, এ বুকে হানিলে শেল।
হের' চিতে-বেড়া-বাঁশবন ঘেরা অইটি আমার কুঁড়ে,
সহিয়াছি ঢের কপালের ফের, ফের উঠিয়াছি ফুঁড়ে।
অই যে আমার গোয়াল খামার, যতদূর সম্ভব
শিরা-ওঠা হাতে লাঙল ঠেলিয়া আবার করেছি সব।

পিসীমা তোমায় মানুষ করিল মস্তঘরের ছেলে,—
সরমে ও মুখ ঢাকিতেছ কেন হায় চোখে জল ফেলে ?
কুৎসিত রোগে গলিত ও দেহ ? কেউ দেয়নাক ঠাঁই ?
আমার এ ঘর তোমারো হইল আজ হতে, এস ভাই।

তীর্থ

রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখী জলঝড়ে,
দুই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে বক্ষে চাপিয়া ধরে,
লেহন-পরশ-শিহরিত তনু, দর-দর ধারা বয়—
বাৎসল্যের গোমুখীতীর্থ নিভৃতে অভ্যুদয়।

জ্যৈষ্ঠের দিনে গোঠের রৌদ্রে ক্লান্ত, তপ্তকায়ে,
রাখাল যখন শ্রান্তি দূরিয়া সুশীতল বটছায়ে,
তরুর কাণ্ড বুকে ধরি কহে, "বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি"—
সেথা জাগে প্রেম-কৃতজ্ঞতার বোধিদ্রুমতলভূমি।

আত্মগুণ-গান।

স্বখ্যাতি গেওনা, অন্যে গাহিবারে দাও অবসর।
আপনি কতই গাবে ? তাহে কি গো পুরিবে অন্তর ?
আপনি ভুঞ্জিবে যদি আপনার সর্ব্ব আয়োজন,
কেন তবে আনিয়াছ বন্ধুজনে করি আমন্ত্রণ ?

স্বখ্যাতি কীর্ত্তন শুনি ভক্তদেরো জাগিবে সংশয়,
আত্মপূজা হেরি' সবে ফিরে যাবে নিয়ে অর্ঘ্যচয়।
আত্মপূজা লয়ে শুধু পরিতুষ্ট হতে হবে হায়,
যার গুণ গাহিবার কেহ নাই সেই নিজে গায়।

দুর্লভ

আয়াসে শুক্তি মিলে সাগরের গভীর অতলজলে,
তাহার কঠোর জঠরে ডুবুরী আহরে মুক্তাফলে।
অহিবেষ্টিত চন্দনতরু রহে মহীধর 'পরে,
পাষাণে অঙ্গ ঘরষিলে তার তবে সৌরভ ক্ষরে।
ব্রততীপিহিত আঁধার গহনে কুসুম ফুটিয়া উঠে,
তাহারে চয়ন করিয়া আনিতে শত কণ্টক ফুটে।
মধুমক্ষীর রক্ষিত ধন বনবৃক্ষের শাখে,
চক্র পীড়িয়া লভিলে তাহারা দংশিবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

নীড় ও কোটর

ঘন পত্র-পুঞ্জ হেরি' রচেছে যে বরিষায় নীড়
কাঁপায় তাহারে শুষ্ক শূন্য শাখে শীতের সমীর।
তরুর কোটরে যেবা সসাহসে পেতেছে সংসার
প্রকৃতির রাজ্যমাঝে ঋতুভেদে ভয় নাই তার।

জিজ্ঞাসা

হে কল্যাণি, তুমি যদি পালঙ্ক ত্যজিয়া
পরশ না কর ভূমি শ্রীচরণ দিয়া,
ফুটাইয়া স্থলপদ্ম এ প্রাঙ্গণ ভরি'
জীবন রোমাঞ্চে গৃহে কে তুলে মঞ্জরি' ?

হায় শিশু, তুই যদি বসন ভূষণে
ঢাকিস্ সোনার অঙ্গ কঠিন শাসনে,
চন্দন-বিলেপ সম স্নিগ্ধ, কোথা পাই
অঙ্গরজ, দগ্ধ প্রাণ কেমনে জুড়াই ?

হে তরুণ, তুমি যদি শিরোভূষা পরি'
রাখ কেশ শিরোদেশ সতত আবরি'
কেমনে লভিবে তবে ধান্য দূর্ব্বাদল,
মাতার আশিস্ পুণ্য, তিলক মঙ্গল ?

ওগো তাত, বৃদ্ধ গুরু, ওগো জ্যেষ্ঠগণ,
পাদুকায় রাখ যদি ঢাকিয়া চরণ,
কোথা লভি পদধূলি ভরিয়া দু'হাত ?
ললাট লুটায়ে কোথা করি প্রণিপাত ?

বীর-হৃদয়

নদী তট'পরি সলিলাসন্ন ছিল একখানা শিলা,
ভাঙিতে তাহারে করে তরঙ্গ অনেক রুদ্রলীলা।
এ শিলা ধরিয়া বাঁচিল তুফানে অনেক মজ্জমান,
বহু বিপন্ন তরণী ভিড়িল, তৃষিতে করিল পান।
উত্তাল ঢেউ আসে কলকলি' আঘাতিয়া ফিরে যায়,
কাতারে কাতার জোয়ার পাথার ফিরে ঘুরে নিরুপায়
দৃঢ় হ'তে দৃঢ় করেছে অটল তরুমূল বিজড়ন,
নির্ম্মলতর করেছে বন্যা ক্রমে আরো সুগঠন।

আসল ও নকল

বনের পাখীরে খাঁচায় পূরিয়া শুনিয়া তাহার গান
জুড়ায় কাহার কাণ?
ধাতুর পাত্রে হেম চম্পায় অর্চ্চিলে দেবতায়
তুষ্ট কি প্রভু তায়?
অন্ধ সে উপনেত্র পরিলে আঁখিশোভা বাড়ে তার,
দৃষ্টি কি ফিরে আর?
সোনার সীতায় মাখালে যতনে মণির অঙ্গরাগ
পূরে কি কখনো যাগ?

প্রতিফলন

স্ফটিক ফলকেতে আলোক সম্পাতে প্রতি-ভা ছুটে শত নয়নে,
সজল চোখে যদি উজলে প্রেমনিধি ফলে সে কত প্রতিফলনে।
করুণালোক-ধারা, মাণিক-আঁখিতারা হীরক-হৃদে যদি ঠিকরে,
সবার হৃদিগুলি উজল করে' তুলে শতধা জ্যোতীরেখা নিকরে

অত্যাদর

ফুলমাল পেয়ে কোথায় রাখিবে যেবা নাহি ঠাঁই পায়,
কভু চুমে ধীরে, কভু রাখে শিরে কভু গলে পরে তায়—
চক্ষু তাহার লক্ষ্য হারাবে, ক্রমে সে আত্মহারা
বক্ষে দলিয়া কুসুম মালার আদর করিবে সারা।

ভ্রংশনিষ্ঠা

সব তুঙ্গতা ধূলি লুণ্ঠিত দীনতায় হয় শেষ,
বর্ণবিহীন আলোক সকল বর্ণের সমাবেশ,
করে অচপল শান্তি সৃষ্টি সকল চঞ্চলতা,
সব কোলাহল রচে একত্রে সমাধির স্তব্ধতা।

হাড়ের গুণ

সুবলরাজের হাড়-ক'খানায় 'পাশটি' হলো সর্ব্বনাশী,
তার মহিমা বল্‌ব বলো কত ?
সেই পাশাতে খেলার ফলে ধর্ম্ম হলেন বনবাসী,—
কৌরবেরা গৌরবে উদ্ধত।
দধীচি তাঁর অস্থি দিলেন, কঙ্কালে তাঁর সংগঠিত
হলো আয়ুধ বজ্র ভয়ঙ্কর।
সেই কুলিশে মূর্ত্ত কলুষ বৃত্রদানব ভস্মীভূত
স্বর্গ ফিরে গেলেন পুরন্দর।

অপ্রিয়ের বরণ

শোক, ব্যথাময় বটে, তাই বলে' কে চাহে সান্ত্বনা ?
অপ্রিয় হলেও সত্য সাধ করে' কে চাহে ছলনা ?
সতী পত্নী অজ্ঞা দীনা বলি কেবা ঘৃণা করি হায়
চতুরা হৃদয়হীনা বিলাসিনী বিদুষীরে চায় ?

দুঃখ-কষ্ট রুক্ষ অতি, সুখ সুশ্রী ললিত বলিয়া
দাসত্বে বরিবে কেবা সাধ করে' রাজত্ব ফেলিয়া ?
আত্মজ কুরূপ বলি' তাই তারে দূর করি', ঘরে
রূপবান্ পোষ্যপুত্রে কে পালিবে স্নেহ সমাদরে ?

দৈন্য করে জীর্ণ শীর্ণ, প্রভুলতা ফিরায় যৌবন
ন্যায় ধর্ম্ম ত্যজি তবু কে করিবে শঠতাচরণ ?
ভৃত্য পুরাতন বলি' ঘৃণাভরে তারে করি' দূর
সেবাকার্য্যে কে চাহিবে শঠ ক্রূর যুবক চতুর ?

চারিটি উপমা

হাসিহীন মুখ যেন চন্দ্রহীন সঘন গগন,
গান-হীন কণ্ঠ যেন মৌন ম্লান কারার জীবন।
অশ্রু-হীন আঁখি যেন বৃষ্টি-হীন ধূসর নিদাঘ,
দীর্ঘ-শ্বাস-শূন্য হৃদি চিররুদ্ধ পঙ্কিল তড়াগ।

সত্য ও ঋজু

সত্য দূর্ব্বাদল সম পদতলে লুটে,
শত পদ-পীড়নেও লুপ্ত কভু নয়,
বিহগের মত মিথ্যা বাণ-বিদ্ধ ছুটে,
পলায়ে কুলায়ে ফিরে তবু মরে' রয়।

ঋজু যা' তা' লুকালেও তমিস্রা মাঝারে
উষায় অরুণ সম আলোক বিলায় ;
অসরল মিটি মিটি চাহিয়া আঁধারে
প্রভাতে তারকা সম কোথায় মিলায়।

আপন ও পর

কোকিল উল্লাসে গাহিয়া মধুমাসে
পুলকি তুলে কত মুকুল-প্রাণ
আপন সন্তানে পালিতে নাহি জানে
বায়সে পোষিবারে করে সে দান।

নিখিল চিত্ত নিতি তুষিছে কবি-গীতি
ইতর জনে-ও সে বিতরে সুধা।
অন্ন জুটেনাক দৈন্য টুটেনাক
ভিক্ষা বিনা তার মিটে না ক্ষুধা।

যে জন দীপ ধরে' অপরে সাথে করে'
আঁধার কান্তারে লয়ে যায়,
দেখায় কত জনে সুপথ ঘনবনে
অন্ধকারে নিজে রহে হায়!

ভুখারী অপহত ভিখারী দীন শত,
তৃপ্ত, লভি' ধনি-করুণা-কণা,
ধনীর হৃদয়ের গুপ্ত বিবরের
ক্ষিপ্ত তৃষা শ্বসে বিথারি' ফণা।

গোধূলি সন্ধ্যায়

পল্লীবালা ধীরকরে প্রসন্ন ধারায়
ঢালিতেছে পুণ্যবারি দুয়ার গোড়ায় ;
ধরিয়াছে সন্ধ্যাদীপ তার অন্যপাণি
সম্ভ্রমে ভরিল চিত্ত হেরি চিত্রখানি।
ধূপগন্ধে শঙ্খতানে মঙ্গল আলোকে
গৃহটি মন্দির সম ভাতিল এ চোখে।
মনে হলো আমাদেরি চরণ পরশে
কলুষিত হইয়াছে দুয়ার দিবসে,
আনাগোনা করিবেন গৃহ দেবতারা
তাই ঢালিতেছে বালা পুণ্য জলধারা।
গৃহে প্রবেশিতে গিয়া দ্বার দেশ হতে
অশুচি চরণ লয়ে ফিরিলাম পথে।

বীরহৃদয়ের জয়

রবি যবে ডুবু-ডুবু, শেষ রশ্মি তার
তখনো গিরির চূড়া শোভায় সুন্দর।
পথঘাট গৃহ যবে ডুবায় পাথার,
উচ্চ তরু-শির জাগে জলের উপর।

* বল্লরীর ১ম সংস্করণের ১—৪১ পৃঃ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকের টেক্সট। এই সংস্করণে ১২ পৃষ্ঠার পর ভ্রমক্রমে ১৭ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে। অতএব ইহার ৫৩ পৃষ্ঠাকে ৪১ পৃঃ বুঝিতে হইবে। "আগমনী" ১ম সংস্করণে গোড়ায় ছিল ৫২ পৃষ্ঠাতে, প্রার্থনা (হাফেজ) ৪৮ পৃষ্ঠায় ছিল, ৫৩ পৃষ্ঠাবে ছাপা হইল—ইহাই পাঠ্যাংশের শেষ কবিতা।

সতত উন্নত-প্রাণ, তেজস্বী উদার,
হৃদয় বিরাট যার শীর্ষ উচ্চ দেশে,
আসেনা সহজে কভু বিপদ তাহার,
সম্পদ যদিবা যায়, যায় সব শেষে।

দীর্ঘ জীবন

শুধু অপচয় করিবার তরে রাশি রাশি হাসি চাহিনা;
সহায় যদি হয়, তবে ভাল যা'দাও অল্প মাহিনা।
হেলায় হারালে খেলায় কাটালে দীর্ঘ জীবনে কি হবে?
অল্প আয়ুতে চলিবে আমার কাজে যদি কাটে নীরবে।

অন্তরের আলোক

(মিল্‌টন)

নির্ম্মল অন্তরে যার জাগে চির অম্লান আলোক,
ঘোর অন্ধকূপে সে যে পায় চির ঊষার পুলক।
কলুষ-কুচিন্তাময় আত্মা যেবা পোষে দেহাগারে,
মধ্যাহ্ন-তপন তলে ঘুরে মরে সে জন আঁধারে।

পতন

পতন হবে যদি উল্কাসম যেন, পুলকে ছায়াপথ শোভিয়া
ঝলকি' ছুটেগিয়া দ্যুলোক আলোকিয়া জলধিজলে যাই ডুবিয়া।
খধূপ হ'য়ে যেন সহসা চমকিয়া, প্রভায় নভোহৃদি বিদারি',
ভস্মরাশি রূপে পড়িনা চুপে চুপে ধাঁধায় আঁখিগুলি আঁধারি'।

প্রকৃত দাতা

(জামী)

দাতার প্রধান জাফর সদাই দান করে দীনজনে,
তাহার সমান দাতা নেই আর এ ধারণা তার মনে।
একদা সহসা—বুস্তানে তার, সান্ধ্য—ভ্রমণ কালে,
হেরে তার দাস ক্ষুধায় কাতর বসে' আছে আলবালে।
দিবস শেষের তিনখানি রুটী প্রাপ্য আহার তার
দিল একে একে কুকুরের মুখে,—বিচিত্র ব্যবহার!
কহিল জাফর, "ওরে রে নফর—সারা দিন উপবাসী,
দিবস শেষের খানা তোর তাও কুকুরেই দিলি হাসি?"
চমকি' বান্দা জোড় হাতে কয়,—"মরদ হয়েছি ভবে,
আজিকে নসীবে না হয় রসদ, কালি পুনরায় হবে।
খোদার এ-জীবে আহার কে দিবে, ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা?
মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে তামাম জীবের সেবা।"
কহিল জাফর আঁখি ছল ছল—"আবিসিনিয়ার দাস,
আজিকে দেমাক করিলি চূর্ণ, ছিঁড়ে দিলি মোহ-পাশ।
পীরের কল্‌মা কানে দিলি তুই, দে'রে কোল, বুকে আয়;
তুই দানাদার সেরা সাখিতর এই দীন-দুনিয়ায়।
দৌলতখানা খুলে দেছে যেবা দাতা নাহি কই তারে,
সেই ত্যাগ-বীর বুকের রুধির হেলায় যে দিতে পারে।
ওরে ক্রীতদাস, দিলাম খালাস গোলামীর অবসান,
এই বাগিচার মালিক হইয়া দিল খুলে কর দান।"

আগমনী।

('আমার জন্মভূমির' সুরে)

এই বসুধার প্রাণের ক্ষুধায় সুধার কলস বহি
দুঃখ দহন দৈন্যহরা আরমা দয়াময়ি ॥

মা তোর বোধন বরণ লাগি' নিখিল আজি উঠল জাগি
শ্যামল ধানে আলোর বানে, পাখীর গানে ভরা,
ও সে,—মুছ্‌লো আঁখির বারি, ও তার ঘুচ্‌লো অলস জরা।

নদী তড়াগ পূর্ণ নীরে, উছলে পড়ে চূর্ণ তীরে
অমল জলে, কমল দলে, কলমরালকুলে,
তারা,—লুটে পড়ে সোহাগ ভরে মা তোর চরণমূলে ॥

মা তোর আগমনীর গানে দোয়েল শ্যামা মাতায় প্রাণে
ছাতিম ফুলের পরাগ মেখে গুঞ্জে বেড়ায় অলি,
ওগো,—শিউরে ঝরে শিউলি কুসুম,'ফেল্‌বে চরণ বলি' ॥

আঁক্‌বে জবা থলকমলে আল্‌তা মা তোর চরণ তলে,
পল্লীমা ঐ কাশের দুধের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধুয়ে,
ও সে,—উথলে উঠে ফল ফসলে উঠান মাচান ছুঁয়ে ॥

মা তুই প্রেমে এম্‌নি মাতাস্‌, হতাশ সে পায় আশার বাতাস,
আতুর ক'তাই জুট্‌বে সবাই মা তোর আঁচল-ছায়ে,
তারা,—প্রেমে বাতুল লুটবে মা তোর রাতুল রাঙা পায়ে ॥

হাফেজের প্রার্থনা

রূপময়ী প্রেমিকার হাসিরাশি অনিবার একখানি বীণ,
একখানি গৃহকোণ, উদার দরাজ মন, চাই চির দিন,
সরাবে পিয়ালা যদি ভরা আহা নিরবধি রয় বারো মাস,
দিলেও তালুকদারী যাব না এ ঘর ছাড়ি হাফেজেরো পাশ।

নারী

তোমারে চিনেছি নারী, সঙ্কটের দিনে
সর্ব্বংসহা, মূর্ত্তিমতী ক্ষান্তি, ক্ষেমময়ী।
নৈরাশ্যে জগৎ শূন্য তব সঙ্গ বিনে,
গৃহের মঙ্গল চণ্ডী, সেবাব্রতা অয়ি।
বেদনাসন্তপ্ত রাত্রে মুদে' পড়ে আঁখি
নবনী-কন্দের মত আঙুল পরশে,
বর্ষোপলশীত পাণি তপ্ত বুকে রাখি,
অসহ্য বেদনা-রাশি হারাই হরষে।
ললাটে বুলায়ে কর রোগীর শিয়রে
অনাহারে অনিদ্রায় কে পোহাবে নিশি ?
কে দিবে সান্ত্বনা আশা হতাশঅন্তরে !
পথভ্রান্ত শ্রান্ত জনে কে দেখাবে দিশি ?
ওগো দেবি, বিনা তব দুকূল-অঞ্চল
কে মুছাবে ব্যথিতের তপ্ত আঁখি-জল ?

ত্রাণ পাই প্রাণ পাই দুর্দ্দিনে বিপদে,
সে শুধু তোমার পুণ্যে তব তপোবলে,
নিত্য আবেদন তব দেব-পরিষদে,
পরের মঙ্গল যাচো নয়নের জলে।
তুলসী তলের মাটী, ভক্ত পদ-ধূলি,
এনেছ চরণামৃত নির্ম্মাল্য প্রসাদী,
ভক্তিভরে পীড়িতের শিরে দেছ তুলি',
কতবার নিজ অঙ্গে নেছ কালব্যাধি।
দৈন্যগ্লানি মনুষ্যব্যথা সব নেছ তুমি
ক্ষতমুখে চুষে নেছ রক্তের গরল,
ভিখারী হলেও পতি অন্নপূর্ণা তুমি,
পূর্ণা, নন্দা, করিতেছ রিক্তায় নিষ্ফল?
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ নদীবুকে বন্যার সঙ্কটে,
তরণী ভিড়িয়া বাঁচে তব অঙ্ক-তটে।

পাষাণী।

(মালতী মাধব)

ইন্দীবরে রচি আঁখি অম্বুজে বদন।
কুন্দে দন্ত, কিসলয়ে অধর রচিয়া।
গঠিয়া চম্পকদলে ও দেহ শোভন
পাষাণে গড়িল বিধি হায় তব হিয়া।

সতীর প্রতি।

দৃষ্টি তোমার স্নিগ্ধ মধুর দুগ্ধ ধারার সম,
পরশ তোমার হরিচন্দন-অভিষ্যন্দোপম।
আনন তোমার কাননকুঞ্জ মধুবায়ে কুসুমিত,
নয়ন-নীহারে স্নাত পবিত্র গুঞ্জনঝঙ্কৃত।
তব নিশ্বাস মন্দ-পবনে অগুরু-গন্ধ সার,
চামরের মত চিকচিকন চারু চিকুরের ভার।
অঙ্গ তোমার হেমভৃঙ্গার গঙ্গার বারি ভরা,
অঙ্গুলি তব চম্পককলি, অঞ্জলিপুটে ধরা।
উক্তি তোমার পূজার মন্ত্রে তন্ত্রীর মূরছনা,
কণ্ঠের হার লুণ্ঠিত বুকে—সুন্দর আলিপনা।
মণ্ডন তব গন্ধের ডালা মধু-মৃগমদ-খনি,
কঙ্কণ-কণ-ঝঙ্কারে ওঠে ঘণ্টিকারণরণি।
হাস্তে মেধ্য মোহন হব্য নৈবেদ্যের রুচি।
দন্তের পাঁতি ইন্দুকান্তি কুন্দকুসুম শুচি।
শোভে সীমন্তে সিন্দুরলেখা পিঙ্গল হোমানল,
অম্লান-চির-আরতি-আলোক—আঁখিযুগ জলজল।
নহ গো ভোগ্য তুমি যে অর্ঘ্য, স্বর্গীয় বিনোদন,
দেবতার পায় নিত্য পূজার ভক্তের আয়োজন।

গৃহলক্ষ্মী

কল্যাণি, তব প্রাণের মাধুরী যত্নে পুণ্যে গড়া
হিন্দুর দীন সংসারখানি আজো মহিমায় ভরা।
ত্যাগে তব ভোগ, বিলাসবিভূতি নিজসুখবলিদানে,
বিরাজ', পুণ্য আত্মার মত সমাজের দেহেপ্রাণে।
বেদনা তোমার পীড়িতে যাইয়া লভিয়াছে পরাজয়
সাধনা তোমার, সঙ্কটে দেয় আশাবল বরাভয়,
অলস লালসা ধূলি হলো তব রাতুলচরণ তলে
বিনয় সরম রতন পরম শিরোভূষা হয়ে জ্বলে,
মোহন মধুর দোহনধারায় শিশু কলতান মাঝে,
পার্ব্বণ ব্রতে অতিথির-হিতে তোমার গরিমা রাজে।
তোমারে বেড়িয়া পুষ্পিত আজো সকলমমতামায়া,
স্বচ্ছ হৃদয়ে চিরন্তনের চরণ কমল ছায়া।
তব মঞ্জুষা সিন্দুর ঝাঁপি স্পর্শমাণিকে ভরা
তোমার কণ্ঠে পুরাণবার্ত্তা দিনের ক্লান্তিহরা।
মহাকাব্যের মহানদী ছুটী সতীর কীর্ত্তি গেয়ে
আঘাতিয়া পড়ে তব চিত্তটে, পূত তুমি তায় নেয়ে।
সতীর সীতার চরণচিহ্ন হৃৎপঞ্জরে আঁকা
রাজপুতনারী জহর অনলে উজ্জ্বল তব শাঁখা।
তব মঙ্গল সন্ধ্যাদীপের আলোকে দৃষ্টি পেয়ে
আজিও পরুষ পুরুষ-হৃদয় ভক্তিতে রয় চেয়ে।

স্মরণে।

শত শত নত আঁখি জল-ভরা ছল ছল
তোমারি পূজায় আজি তিতাতেছে ধরাতল।
হে দেব, স্বরগ হ'তে চাও এ ধরার পথে,
বরিষ আশিসধারা শিরে শিরে অবিরল।
মানুষগঠন-ব্রত-ভার লয়ে তুমি এলে;
ব্রতশেষ না করিয়া কেন দেব চলে গেলে?
বুকের শোণিত দিয়া পোষিলে মোদের হিয়া
ও বুকে টানিয়া নিয়া বুলাইলে করতল!
আঁখি হ'তে দূরে গেছ, হিয়া হ'তে কভু নয়,
সতত জাগিয়া আছ মানস জীবনময়,
তোমারি চরিত পূত প্রাণে প্রাণে অনুভূত,
তাহারি মধুর-স্মৃতি আছে শুধু সম্বল।

প্রিয়স্মৃতি। (শেলী)

গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গানটি যবে মরে,
তানটি রহে স্মৃতির পুরে অনুরণন-হয়া।
মঞ্জরিয়া মঞ্জরিয়া কুসুম ঝরে' পড়ে,
গন্ধ রহে গন্ধবহে রন্ধ্র কুহরভরা।
ঝর ঝরিয়ে বৃন্তহতে গোলাপগুলি ঝরে
পাঁপড়ি দিয়ে প্রণয়ীদের শয়ন রচে তারা।
মরমরিয়ে মর্ম্মভরা তোমার স্মৃতির 'পরে
স্বপ্নেরে প্রেম আঁকড়ে র'বে যখন তোমাহারা।

বনস্মৃতি।

(উত্তরচরিত)

মনে পড়ে সখি, রহি' বুকে বুক, ভুজে ভুজে পাশবদ্ধ
গণ্ডের' পরে গণ্ড না রাখি অন্তর অতি অল্প,
না খুঁজি অর্থ, চিত্তে দোঁহার উদয় যা' হ'ত সদ্য,
না ভাবিয়া ক্রম না মানিয়া শ্রম করিয়া যেতাম গল্প ;
কোথায় প্রহর হইত অতীত রসাবেশে বিশ্রব্ধ,
লীলায় রজনী করিতাম ভোর গল্প হ'ত না স্তব্ধ।

বিচিত্র শাস্তি।

(উত্তর চরিত)

দলিছে হৃদয় ফেলে না ভাঙিয়া গাঢ় উদ্বেগ যাতনা,
বিকল অঙ্গে বিথারে মূর্চ্ছা হরিয়া লয় না চেতনা,
অন্তর্দাহ জ্বালায় এ-দেহ ভস্ম করেনা, আহা রে!
জীবন-সূত্র ছিঁড়েনা বিধাতা জর্জরে শুধু প্রহারে।

দেশ ও কাল।

তুমি যবে কাছেছিলে দেশকাল তব প্রেমে পেয়েছিল লয়
সে যেন মোহনসুপ্তি অবিদিতক্রমগতি, সুখস্বপ্নময়।
তুমি যবে দূরে গেলে পুরজনপদ বন তটিনী প্রান্তরে
প্রকট হইল দেশ দূর ব্যবধানরূপে ধরণীর' পরে।
কাল-সে সহস্র বাহু, অলসমন্থর পল যামদণ্ড সনে
অতিথি হইল মোর, চিনিলাম তায় পুন বিনিদ্রযাপনে।

বনবাসান্তে

(উর্ম্মিলা ও লক্ষ্মণ)

"দেবি, তোমা এ অধম লভেছিল বটে
তব যোগ্য ভক্ত তবু ছিলনা তখন,
তাই ব্রহ্মচারী হয়ে বনে তীর্থে মঠে
দীর্ঘ তপঃকৃচ্ছ্র শুল্ক করিল অর্পণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি' রাজর্ষি আশ্রমে,
তপস্বীর পদ সেবি', দমি' দুষ্ট জন,
ক্ষুন্নিদ্রা জিনিয়া অতি কঠোর সংযমে
বহু মূল্যে লভিয়াছে তোমাতুল্য ধন।"
"হে দুর্ল্লভ তা'ত নহে, বল্লভা তোমার
ছিল নাক যোগ্যা তব। তাই পরিহরি
চলে গেলে, হে বল্লভ ব্রতে আপনার,
চতুর্দ্দশ বর্ষ আত্মনিগ্রহ আচরি',
গৃহ তপশ্চর্য্যা-রতা, বহু অশ্রু দিয়া
সাধনার ধনে মোর লয়েছি জিনিয়া।"

সীতা ও রাম

আজি প্রিয়ে, অলঙ্কৃত রাঙ্কব শয্যায়
কনক পালঙ্কে করি কেমনে শয়ন?
এ পেলব উপাধানে শির ব্যথা পায়,
পরিচিত নহে যেন কেমন-কেমন?

গৃহ—উপবন হতে চূত-শাখাচয়
সন্ত ভেঙে এনে সখি শয্যায় বিছাও,
আস্তরণ চন্দ্রাতপ চীনাংশুকময়
চামর ব্যজনী, সতি, দূরে ফেলে দাও।
হুতবহ-পরিগত এ তনু দারুণ,
মৃগাজিন পাত সখি এ-দেহ জুড়াক,
উপাধানে কিবা কাজ, আনো অসিতৃণ,
এ পরিষবাহু তব কণ্ঠতলে থাক্ ;
চাহিনা এ সমারোহ সব গিয়ে ভুলি'
দুর্দ্দিনের সহচর প্রিয় বস্তুগুলি।

নিকটে ও দূরে।

নিকটে যবে রহলো প্রিয়ে, তখনো বহুদূর,—
হৃদয়ে তোমা পেয়েও রই তেমনি তৃষাতুর।
সুদূরে যবে রহগো তুমি, তখনো রহ কাছে,
নয়ন দুটী শাসন করি' সাথেই চলিয়াছে।
নিকটে যবে নিবস' দেখি, জীবন আঁখিময়,—
অযুত কোটী নয়ন ছাড়া কিছুনা মোর রয়।
সুদূরে যবে চলিয়া যাও,—নয়ন-মন-হারা
আমার আর কিছুনা থাকে তোমার স্মৃতি ছাড়া।

গেহকুঞ্জে

কে এলো মম গেহকুঞ্জে ?
শুকান' এ-ফুল বাগে পুলকাঞ্চন জাগে
উলসিত মঞ্জরী-পুঞ্জে।
অশোক রঙীন হলো চরণ পরশ পেয়ে,
বকুল আকুল তার মুখ-মধুরসে নেয়ে।
প্রাণের আকুতিশত কাকুতি করিয়া কত
আরতি করিয়া তারে গুঞ্জে।
হাস্যে তাহার মরি ফেনিল অমিয়া ক্ষরে।
কমলার করে যেন লাজের ঝরনা ঝরে।
ধরণী মুখর করি ঝঙ্কারে মোর ঘরে
মঞ্জীর রুণ্ ঝুণ্ রুন্ যে।
শুনিয়া বোধনী বাণী বিহগ চেতনা পায়
বেহাগ পূরবী ভুলি বিভাষ সাহানা গায়।
অঞ্চল বায়ে উড়ি চঞ্চরী ঘুরি ঘুরি
পদপঙ্কজ-মধু ভুঞ্জে।

মদন-ভস্ম। (রাজশেখর)

মীনকেতনে দহিয়া বিধি করেছ একি রঙ্গ !
মমতাহীন, পেয়েছে সে যে ভুবন-ভরা অঙ্গ ;
পাঁচটি শর ভাঙিয়া তার হয়েছে শর লক্ষ,
করিল দেহ কদমসম বিঁধিয়া মম বক্ষ।

প্রকাশ *

নদীতীরে শরগুলি দাঁড়ায় যা শির তুলি'
তাদের ঢাকিয়া ফেলা, তাও সোজা লাগে,
লুকান কঠিন মোর, ছিঁড়িয়া হিয়ার ডোর
যে পীরিতি গণ্ডে মুখে রক্তরাগে জাগে।

শপথ *

দোঁহার অঞ্চল আজ অশ্রু জলে গেছে ভিজি
শপথ—এ প্রেম হোক অটুট অক্ষয়,
যতদিন দীর্ঘ চারু গিরি' পরে দেবদারু
সিন্ধুর অতলজলে নাহি পায় লয়।

পুনর্ম্মিলন *

আজিকে পাষাণপুঞ্জ নদীরে করেছে ভাগ,
দুই দিকে বহে দুই আধা;
তার ত ক্ষমতা জানি, অচল, নারিবে দিতে
পুনরায় মিলিবারে বাধা।—

আগে ও পরে *

মরণে ছিল না ভীতি জীবনে ছিল না প্রীতি
তোমায় দেখিনি যবে হে-মনোমোহন,
এখন জীবন হেন যত দীর্ঘ হোক্ কেন,
মনে হয়,—ইহা যেন সুখের স্বপন।

* জাপানী

অভিমান ও মিলন।

অগ্নি-গর্ভ গিরি যথা পুষিয়া আগ্নেয়ী ব্যথা
ধূমরাশি করে পরিহার,
দৃপ্ত হৃদি অভিমানে গুমরি' গুমরি' প্রাণে
দীর্ঘশ্বাস ত্যজে বার বার।
যথা ঝঞ্ঝা রুদ্র ঘন গর্জ্জনের শেষে পুন
সুবর্ষণে শীতল ভুবন,
উগ্র বাগ্‌যুদ্ধ শেষে প্রিয়জন সহ, ভেসে
আঁখিজলে, তেমনি মিলন।

শিশুর প্রতি।

অন্নপ্রাশন দিনে

শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদ সোণার বরণ,
নভোগঙ্গানীরে ভেসে' আয় হেলে'দুলে',
দেব শিশুদের স্বর্ণ তরণী শোভন,
ছায়াপথে নেমে আয় সুধা ঢেউ তুলি।
শিশু-অনঙ্গের রাঙা চরণ-পরশে
কবে তুই হলি সোণা? সবিতার চুমে
জ্যোতিঃপুঞ্জ অঙ্গে তুই জাগিলি হরষে;
কোন্ কাল-সিন্ধু তলে ছিলি তুই ঘুমে?
নন্দনের আশীর্ব্বাদ, ত্রিদিব বারতা,
আজি বহে আন্ তুই, নয়ন তর্পণ,

অনিমিত্ত হাসিরাশি দেববোধ্য কথা,
শ্রুতি পুটে নেত্রপথে করিয়ে সেবন।
পূর্ণচন্দ্র হয়ে তুই জাগিবি কখন,
তার লাগি' চেয়ে আছে অযুত নয়ন।

বিধাতার শিশু দূত, কোন্ গুরুতার
লয়ে তুমি মর্ত্ত্যধামে এসেছ নামিয়া?
ধাতার নিকটতম! গাত্রগন্ধ তাঁর
পাই যেন তব মুখ চুমিয়া চুমিয়া।
কোন্ মহাপুরুষের শিশুমূর্ত্তি তুমি,
জানি না.—আশীষ দিতে শিহরি যে ডরে;
যশোদার হৃদিমন্থ ধনে কিরে চুমি?
এসেছ কি ছলিবারে কাঙালের ঘরে?
যদি এলে, সুখে দুখে তবে ভাগ লও,
মানুষের গৃহে আজি লভি' অন্ন পান,
শিরে লয়ে ধান্য দূর্ব্বা মানুষের হও,
জীবনে জয়শ্রী লভ-হয় আয়ুষ্মান্।
তব দেব-জাতি আজি করিয়া হরণ
অন্নদার অন্নসত্রে করিনু বরণ।

সন্তান (ভবভূতি)

মম অঙ্গ বিগলিত একি মূর্ত্ত স্নেহসার জুড়াল পরাণ?
আমার চৈতন্যধাতু বাহিরে আসিল কিরে হয়ে মূর্ত্তিমান?

একি নব অভিষ্যন্দ প্রসবিল মম চিত্ত আনন্দ-মথিত ?
পরশি আমার অঙ্গ কে জুড়াল দাহতাপ ? অমৃত ! অমৃত !!

ব্রহ্মক্ষত্র

(উত্তররামচরিত)

তূনীর দুইটি দুলিছে পৃষ্ঠে, লম্বিত শিখাগুচ্ছ
করিছে পরশ শায়কগুলির কঙ্কপাতার পুচ্ছ।
পূতলাঞ্ছনে চিহ্নিত হৃদি যোগের ভস্মপুঞ্জে,
রুরুর চর্ম্ম স্কন্ধে, ফিরিছে আশ্রম-বন-কুঞ্জে।
অতিপিনদ্ধ মৌর্ব্বীমেখলা রাঙা অধোবাসখণ্ড,
করে কার্ম্মুক অক্ষমালিকা গজ পিপ্পল-দণ্ড।

শিশুর স্বর্গ।

(হুডের অনুসরণ)

যখন ছিলাম শিশু আকাশে চাহিয়া
ভাবিতাম স্বর্গ ঠিক মাথার উপর।
বুঝি তাহা পাওয়া যায় হাত বাড়াইয়া,
তাই চাঁদ ধরিবারে বাড়াতেম কর।
ক্রমে যত বড় হই চাহি ঊর্দ্ধ দিকে,
দেখি স্বর্গ নির্ব্বাসিত কল্পনার বনে।
এবে ভাবি মনে মনে নানা যুক্তি শিখে,
কোথায় আবার স্বর্গ অনন্ত গগনে ?

যবে আমি শিশু ছিনু স্বর্গ ছিল মোর,
ছিল পরিবেষ্ সম ঘেরিয়া আমায়,
ক্রমশঃ লাগিল চোখে সংসারের ঘোর,
সুখের ত্রিদিব লোক হারালেম হায়।
হায় যদি মরিতাম সেই শিশুকালে
সুখময় স্বর্গ বুঝি ঘটিত কপালে।

তুলসী।

ওগো গৃহি, বড় যত্নে পালিয়াছ মোরে,
সুমার্জ্জিত গৃহাঙ্গণে বেদিকার ক্রোড়ে,
ধূপেদীপে সন্ধ্যাপ্রাতে সলিলধারায়
তুষিয়াছ গঙ্গানীরে বৈশাখীঝারায়।
আজি তার প্রতিদান করহ গ্রহণ,
পথের সম্বল কিছু করিব অর্পণ ;
ঐ দেখ তব প্রিয় স্বজন আত্মীয়ে
মরণ মুহূর্ত্তে ঠাঁই দেয়নিক গৃহে।
উৎসঙ্গে ধরেছি তোমা মরণের তীরে,
মুদ বৎস, ক্লান্ত তব আঁখিযুগ ধীরে,
আমি হরিপ্রিয়া তোমা করি আশীর্ব্বাদ,
কাণ্ডারী ক্ষমুন তব শত অপরাধ।
শুনোনা ওদের ছল, রোদনের রোল,
মোর সনে বল বৎস "হরি হরি বোল!"

কবি ও সমালোচক

সমালোচক কহেন "কবি, গভীর শীতের বর্ণনাতে
ফুটায়েছ চম্পা অশোক লোধ্র গোলাপ কুন্দ সাথে,
শীতের বাগান তড়াগকানন একবারে যে কুসুমহারা
ফাল্গুনের ফুল ফুটাও শীতে কাব্য তোমার কেমন ধারা ?
কবি কহেন "শীতের কানন শুক্‌নো মরা আঁধার বটে
মনের বাগে মধু ঋতুর কখ্‌খনো না অভাব ঘটে,
ফুটেনাক একটিও ফুল যখন দেশের গভীর বনে
সকলগুলিই ফুটতে থাকে তখনো যে কবির মনে।"

প্রয়াগ সঙ্গম।

(রঘুবংশ)

কাল যমুনার কলতরঙ্গে অঙ্গ মিশায়ে কিবা,
হের সুন্দরী—শোভিছে গঙ্গা অপরূপ রূপ বিভা !
মুক্তামালার ফাঁকে ফাঁকে যেন নীলমণিগুলি রাজে,
ইন্দীবরের শোভা যেন শ্বেত পদ্মের মাঝে মাঝে।
যেন ছায়ানীল চন্দ্র-আলোক আঁধারের গায়ে আঁকা,
হরিচন্দন পরিরচনায় যেন কালাগুরু মাখা।
বিভূতিভূষিত হর কলেবর অসিত ভুজগ তায়,
শুভ্র শারদ মেঘান্তরিত সুনীল অভ্র ভায়।
মানসের পথে মরালের যূথে যেন নীল হাঁসগুলি,
হের বরাঙ্গি,—গঙ্গার সনে যমুনার কোলাকুলি।

দূর্ব্বা ।

তুচ্ছ অকিঞ্চন আমি এ বিপুল ভবে,
জনমে'ছি পদতলে ধরিত্রীর বুকে ।
পদধূলিকণা শিরে দিয়ে যাও সবে,
ধন্য হোক তৃণ জন্ম মরে যাই সুখে ।
মম দৈন্যে ক্ষুন্ন হয়ে দয়ালু সজ্জন,
দেব অর্ঘ্য করি মোরে দিতেছ গৌরব,
আমি ধাত্রী-ধরা-গাত্রে শ্যাম শিহরণ,
কাড়িয়া লয়ো না মোর সেবার বৈভব ।
পাষাণ বিগ্রহ পায়ে শিলা বেদিকায়
নিগ্রহে নির্জ্জীব হব শুষ্ক হ'য়ে ত্রাসে,
জীবন-দেবের পায়ে রসকণিকায়
অক্ষয় যৌবন মম প্রেমানন্দে হাসে ।
মন্দিরে পূজারী গর্ব্বী যেন নাহি হই,
বিশ্বের সেবায় যেন শূদ্র হ'য়ে রই ।

বিশ্ব-স্থিতি ।

সৃজনের পরদণ্ড প্রলয়ের আদি,
স্থিতি নাই! স্থিতি কোথা? অন্যান্ত-সমাধি!
সৃষ্টির মারণ-মন্ত্র ধ্বনেছে যখন,
রুদ্র তেজে লম্ফদানে প্রলয় তখন

উঠিয়াছে হুহুঙ্কারি' লোহিত-লোচন,
গ্রাসিতে সমগ্র সৃষ্টি ব্যাদানি' বদন।
আকর্ষণে, বিকর্ষণে, শ্বাসের তাড়নে,
আবর্ত্তনে, বিবর্ত্তনে, বাহবাস্ফোটনে,
শ্রান্তিহীন শান্তিহীন, আস্ফালিছে তাই,
লক্ষপক্ষ ঝাপটিয়া, কারো রক্ষা নাই।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রূভঙ্গিমা, ক্ষণে অট্ট হাসি,
কখনো বা বক্ত্রে ঝরে রক্ত রাশি রাশি।
স্থিতি নয় সৃষ্টি-মন্ত্রে নিদ্রিত প্রলয়
জাগিয়া উঠেছে বিশ্ব করিবারে ক্ষয়।

মধ্যাকর্ষণ

জানিনাক—চিনিনাক কেবা নিউটন,
বলিয়াছে জড় দ্রব্য করে আকর্ষণ।
প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড-যজ্ঞকুণ্ড চারি পাশে,
ঘুরিতেছে দিশিদিন মঙ্গলের আশে।
আপনার সন্তানেরে দিয়ে কোটি পাণি
ও বক্ষের অন্তরালে নিতে চাও টানি।
হে জননি সন্তানের মঙ্গলকারণ
গ্রহশান্তি লাগি-তব নিত্য স্বস্ত্যয়ন।
বেষ্টিয়া অগাধ মাতৃস্নেহবারিধিতে
কোটীজীবে পালিতেছ বক্ষের অমৃতে।

উত্তাপে পাইলে ব্যথা ছায়ার অঞ্চলে
ঢাকিয়া পাড়াও ঘুম তব অঙ্কতলে।
নহে মধ্য আকর্ষণে,—হৃদ্য আকর্ষণে
হে বৎসলা বুকে টানি' রাখ নিজ ধনে।

পলিত পত্র।

"একে একে সব সাথী করেছে প্রয়াণ,
শীতের শীতল বায়ু সতত কাঁপায়।
আর কেন, জীর্ণ পত্র, পাণ্ডু ম্রিয়মান,
এখনো তরুর গায়ে আছ কি আশায়?"

"গেছে সব তাহে কিবা? শীতের সমীর
পলে পলে মৃত্যু আনে শিহরিয়া কায়া!
ভাবিয়াছি শেষ বিন্দু বুকের রুধির
শুকাইয়া কিসলয়ে দিয়ে যাব ছায়া।"

নিদাঘ

দুয়ারের দুইপাশে রহিয়াছে পড়ি
শুষ্ক দুটি রম্ভাতরু, ছিন্ন বিদলিত,
আধ ভাঙা কুম্ভ দুটি যায় গড়াগড়ি
শাখাফল শ্রীগৌরব তার অপহৃত।
দেবালয়ে স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্পপর্ণ মালা
শুকাইয়া ঝুলিতেছে,—উঠে মরমরি।

মুছে গেছে আলিপনা, শূন্যনাটশালা,
আঁকা আছে কালীরেখা দেয়াল উপরি।
আঙ্গিনাতে আটচালা, করে রোমন্থন
বৎস গাভী শুয়ে তথা, ঘুরিছে কপোত,
বেদী'প'রে হা হা করে শূন্য সিংহাসন,
উচ্চ মঞ্চ খাঁখাঁ করে, নাহি নহবৎ।
বাসন্তী লক্ষ্মীর পূজা হ'য়ে গেছে শেষ,
নিদাঘ এ পুরীমাঝে করেছে প্রবেশ।

ধানের ধূলি

উড়িলে ধানের ধূলি নাসায় বসন তুলি'
নব্য সভ্য যুবক যখন,
"একি অসভ্যের দেশ! যন্ত্রণার একশেষ।"
বলি' দূরে করে পলায়ন,
দুই হাতে ধূলিরাশি মাখিয়া কৃষক হাসি'
হর্ষ-গদগদ ভাবে কয়—
চিরদিন এই ধূলি মাখি যেন সব ভুলি'
এই ভাগ্য জন্ম-জন্ম হয়।
এ ধূলি সোণার বাড়া, জীবনে হয়োনা হারা,
চিরদিন মোর দেহে র'য়ো,
রোগের ওষুধ তুমি, লক্ষ্মীর জনমভূমি,
বিদায়ের শেষ শয্যা হ'য়ো।"

দিবার সহমরণ।

রণক্ষেতে রথিবর রবি জয়ী হয়ে ত্যজিল পরাণ;
দাঁড়াইল তা'র চিতা ধরি' পশ্চিমের গগন-শ্মশান।
এলোচুলে দিবারাণী তাই পট্টবাস পরি' হাসি মুখে
অনুমৃতা হ'তে ছুটে যায় ঝাঁপ দিয়া সে চিতার বুকে।
মঙ্গল-সঙ্গীত গায় পাখী, হেরে নর নির্নিমেষ আঁখি।

আলোক-বধূ।

চিনেছি চিনেছি চিনেছি তোমায় তুমি যে মোদের দিনেরই আলো;
হয়েছ অন্তঃপুরিকা সহসা নবরূপে আজ সেজেছ ভালো।
মধুর অরুণ গোধূলি-লগনে,
শঙ্খ বাজিল ভবনে ভবনে
তব পরিণয় বারতা সঘনে দিগ্‌দিগন্তে বুঝি পাঠালো।
ঝিল্লী নূপুর বাজায়ে শোভনে,
পশিলে তখন প'তির ভবনে,
বাতায়নে মুখচন্দ্রে তোমার তারপর হতে কিরণ ঢালো।
তোমার গায়ের হীরা সোণা মোতি,
ফুটাইল কিবা তারকার জ্যোতি,
গৃহ দেউলের ছায়াপথে সতি, সেই হ'তে ঘৃত-প্রদীপ জ্বালো।

ধূলি।

হা ধূলি, তোমায় কেমন করিয়া নিঠুর চরণে দলি ?
প্রাণহীন হ'য়ে তপ্ত শয়নে আজি পড়ে আছ বলি'।
আমিও ছিলাম তোমারি দোসর
কত শত যুগ—নীরস ধূসর,
আজিকে না হয় মানবাত্মার অনলে উঠেছি জ্বলি'।
সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি, তোমায় কেমনে চরণে দলি ?

আজ যাহা আছে চরণের তলে প্রাণহীন কণা অণু,
কালি তাহা পাবে নিয়ম প্রভাবে জীবনোদ্ধত তনু,
কালি যদি তুমি গজরাজ হয়ে
রাজার রাজারে গৌরবে বয়ে'
আমার অস্থি-চূর্ণ তূর্ণ উড়াইয়া যাও চলি',—
সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি তোমায় কেমনে চরণে দলি ?

প্রতিধ্বনি।

দেবকণ্ঠচ্যুত ধ্বনি পড়িয়া ধরায়
অপমরণের মাঝে জীবন হারায়,
প্রেতাত্মা রহিল তার প্রতিধ্বনিরূপে
ঘুরে সদা গুহাবনে, বৃক্ষে, শৈলে, কূপে।
অট্টহাসে ব্যঙ্গ করে প্রতি শব্দ তাই,
এ প্রেতের লাগি বিশ্বে কোন গয়া নাই।
ভূতের উৎপাত এযে বিষম ব্যাপার,
নীরব করাতে চাহে সমগ্র সংসার।

কালিদাস।

আছ আজি সগৌরবে কবিকুলশশী
অমরার কবিসভা আলোকিত করি।
আজি তব শিষ্যা রম্ভা, মেনকা, উর্ব্বশী,
সঙ্গীতে ইঙ্গিতে তব নাচিছে কিন্নরী।
কুমার, জয়ন্ত, বুধ ফে'লি শরাসন,
শিখিছে তোমার পাশে বাজাইতে বীণা,
যক্ষনারী করিয়াছে তোমায় বরণ,
'তন্বী শ্যামা মধ্যক্ষামা' আজি নহে দীনা।
দেব অন্তঃপুরে তব অবারিত গতি।
লয়েছে তোমার সেবা সমাদর ভার,
ঔশিনরী শকুন্তলা সীতা ইন্দুমতী,
কেহবা জননী কেহ ভ'গিনী তোমার।
অকাল বসন্তে যার দুঃখে কেঁদেছিল
সে আজি বাসন্তঅর্ঘ্য যোগায় ও পায়,
নব বরষায় যারে হৃদয়ে ধ'রিলে,
সে আজি কুটজমাল্য উষ্ণীষে পরায়।
পুরূরবা ধরে ছত্র তব শীর্ষ'পর,
দুষ্মন্ত করিছে তব চামর ব্যজন,
তোমার আদেশে বাণ ছুঁড়ে পঞ্চশর,
পুষ্কর দৌত্যের কাজ করে অনুক্ষণ।

আজো যেন শিশু আছে সে সর্ব্বদমন,
ঘুরিতেছে যেন তব ধরিয়া অঙ্গুলি।
পূজিছ বাল্মীকি সাথে বাণীর চরণ।
ষড়ঋতুজাত পুষ্প একই কালে তুলি'।
কহিতে যাদের কথা মর্ত্ত্যের প্রবাসে
তারা আজি সকলেই তব চারি পাশে।

স্মৃতি।

অতীতের শৈল-শৃঙ্গে জনম লভিয়া
জীবন-ভূখণ্ড বাহি স্মৃতির তটিনী
ছুটিতেছে নিত্য নব উপনদী নিয়া,
ক্রমবর্দ্ধমান-তনু অশ্রান্ত-বাহিনী।
করি জীবনের ভূমি শস্যশ্যামায়মান
বিতরিছে দুইধারে প্রতুল সম্পদ,
কল্পলোকবাসিগণ করে স্নান পান
গ'ড়ে তুলে তীরে তীরে পুরজনপদ।
অশ্রুবৃষ্টিপরিপুষ্টা কখনো গম্ভীরা,
বন্যায় উথলি' কভু তট-উন্মাথিনী,
চন্দ্রিকাপ্রোজ্জ্বলা কভু স্থিরশান্তধীরা
গাহিছে অতীত কথা কলনিনাদিনী,
মহাবিস্মরণ—সেই মৃত্যু-মহোদধি,
তাহে লুপ্ত হতে চলে—চলে নিরবধি।

ঘর ও ক্ষেত।

বহুদিন রৌদ্রদীর্ণ অনাবৃষ্টি পরে
স্রষ্টার করুণা ঝরে সহস্রধারায়,
কৃষককৃষাণী দোঁহে আজি নৃত্য করে
জলে ভিজি' কাদা মাখি' গৃহ-আঙিনায়।
ঝঞ্ঝার ঝর্ণায় গৃহ যায় চূর্ণ হয়ে,
নাহি দৃক্‌পাত তাহে সব যায় ভেসে,
"এস এস হে ঠাকুর হেন বর্ষা লয়ে
ভাঙিবে ভাঙুক ঘর কহে চাষা হেসে।
খেদ নাই গাছতলই কর মোর ঘর
ঘর গেলে হবে ঘর নূতন-ছাউনী,
ভুঁই গেলে ফিরিবে না। ঘরের ভিতর
মরে' থাকা হতে ভাল ক্ষেতের খাটুনী।
ভুঁই যদি ঘরবাড়ী আজ সারাদিন
নাহয়, তা'হলে হব চির গৃহহীন।

সঙ্গীত ও মাধুরী

শাখিশাখে পাখী গাহি সুমধুর গান
ফলের সুরসে মাধুরী করিল দান
কুসুমের বনে গাহি' গুঞ্জনে গীতি—
অলি, ফুল-মধু মধুর করিছে নিতি।

গুণ গুণ গানে গাহিয়া দোহন কালে
গোপের দুলালী গোরসে মাধুরী ঢালে।
যুগ যুগ ধরি' গাহিয়া প্রেমের সুর
করিয়াছে কবি প্রেমে এত সুমধুর।

অগ্রদূত।

নিভৃতে যবে কমল ফুটে উষার নব আলোকে
তাহার পাশে মধুপ গাহে হরষে,
মাদক তানে বাড়ায়ে দেয় জাগরণের পুলকে
বিকাশ তার শিহরে পাথাপরশে।
অরুণভূষা তরুণী উষা যখনি আসে গোপনে
শুকতারা ও পাখীরা আসে আগায়ে,
রবিরে পাছে বরিতে ভুলে রহি বিঘোর স্বপনে
কলকূজনে সবারে তুলে জাগায়ে।
আষাঢ় নব জলদ যবে ঘনায়ে আসে আকাশে
চাতক ছুটে করুণা-বারি চাহিয়া
তৃষা তাপিত ধরার ব্যথা বহি তাহার সকাশে
করুণ আবাহনীর গান গাহিয়া।
যবে জাতীয়জীবনজ্যোতি জাগিতে রহে নীরবে
প্রভাতগীতি বাজে কবির শানা'য়ে
সেকথা কবি রটায় আগে ছন্দোময় গরবে
সুপ্তি হতে জাগর-তৃষা জানায়ে।

মৃত্যু-বীজ

বাল্যদোলনা দোলে আমাদের সমাধি উপরে থাকি,
শিশুর খেলানা উজ্জ্বল তার চিতার আলোক মাখি।
স্তন্যের সহ বিষকণা দেহে লালসা লইয়া ফিরে,
সূতিকা হইতে রহে মরণের ধূসর পরিধি ঘিরে।

সাধের মরণ

এ হেন জ্যোছনাময়ী বাসন্তী নিশায়
সুস্বন সৌরভশোভা ভুলায় এ দেহ।
"কি হইতে কি করিতে এবে সাধ যায় ?"
আমারে সুধায় যদি লীলাচ্ছলে কেহ,
আমি তবে বলি "বন্ধু এ অমৃত ক্ষণে
সব হতে বরণীয় মধুর মরণ,——
হেন চন্দ্রামসী নিশা-জননী চরণে,
মাথা রেখে দীপ্তিমাঝে প্রাণ-বিতরণ।
জানিনাক কোন অন্ধ দুর্য্যোগের সাঁঝে
কোথা কোন মরুবুকে ত্যজিব ভুবন,
প্রাণ যদি যায় এই মহাপ্রাণমাঝে
আহা তবে এ মরণে অনন্ত জীবন।
হেনপুণ্য পৌর্ণমাসী নিয়া মম প্রাণ
করিবেকি তার শুভ্র শুচিতায় স্নান ?"

তিন ভাই।

কবি কয় "ইন্দ্রধনু অলকা তোরণ,
চন্দ্র, প্রেমকল্পলোক অমৃত স্বপন,
তারকারা নন্দনের মন্দার নিকর
তড়িন্ময় লিপি বয় দূত জলধর।"
বৈজ্ঞানিক বলে "মূঢ় চন্দ্র উপগ্রহ,
মেঘ ঘনীভূত বাষ্প, দূত কারে কহ?
মেঘের ঘর্ষণে জন্মে তড়িৎ অনল
ইন্দ্রধনু আলোকের বিশ্লেষণ ফল।"
দার্শনিক কয় হাসি "সবি জেনো মায়া
অনিত্য অধ্রুব লয়ে মত্ত আছ ভায়া।
রজ্জুতে যে সর্পভ্রম, হেরিছ স্বপন
অবিদ্যার মোহে চিত্তে হয়েছ কৃপণ।"
কাকুতি করিয়া কবি কয় কর জুড়ি
"ভাঙ্গিয়া দিওনা মোর সুখস্বপ্নপুরী।"

তুচ্ছ।

চরণতলের দূর্ব্বা সেওত দেবীর মুকুটে উঠে,
তড়াগ বাপীর পঙ্ক মলিন তাতেও কমল ফুটে।
প্রদীপের কালি আলো করে আঁখি কজ্জলরূপ পেয়ে
কীটলালাজাত অংশুক শোভে নৃপবালাদের দেহে।
পলিত পত্র যোগের সহায়—ঋষির ভোগ্য সে,
ঘৃণ্য কি আছে? সকল তুচ্ছ উচ্চের প্রিয় যে।

আয়োজন ও বিসর্জ্জন।

এ প্রতিষ্ঠা আয়োজন বিসর্জ্জনতরে
সুসজ্জিত রম্য হর্ম্ম্য, ধূলি, তার শেষ,
প্রলয়ে বরিতে মহাসমারোহ ভরে
সৃষ্টির সৌষ্ঠব এত চারু ভূষাবেশ।
অভ্যুত্থান অতিউচ্চে ভেদি নীলাকাশ
বাড়াইতে পতনের গুরুত্ব কেবল,
বজ্র আঁটুনিতে ধরি বাঁধিতে প্রয়াস,
সে শুধু গ্রন্থিটি করা শিথিল বিকল।
স্নেহে প্রেমে জড়াজড়ি নিবিড় বাঁধন
বিয়োগের মর্ম্মপীড়া কেবল বাড়ায়,
বিরহেরে করিবারে শুধু দুঃসহন
ক্ষণিক মিলন সুখ মেঘের ছায়ায়।
আড়ম্বর আয়োজনঘটা কোলাহল,
মহাপথে মহাযাত্রা করিতে কেবল।

কুসংস্কার।

(সেক্সপীর)

লোকাচার দেশাচার প্রচলিত রীতি প্রথাগুলি
সবি যদি নির্ব্বিচারে চ'লে যোয়া নিয়ত পালিয়া,
কালের কান্তার পরে জমে' যাবে আবর্জ্জনাধূলি
তুঙ্গহয়ে ভ্রান্তিপুঞ্জ ক্রমে ক্রমে উঠিবে ঠেলিয়া,

অসত্যজঞ্জাল জড় জমে' জমে' হইবে পাষাণ,
সত্যতপনের পথ রুদ্ধ করি পর্ব্বত—প্রমাণ।

সূক্তিপঞ্চক

গুণীর গুণের শ্রদ্ধা করে বহুজনে,
হিংসুক গুণজ্ঞ তার সব হতে বেশী।
অন্যে করে সমাদর মুখের বচনে
মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে ঈর্ষী দ্বেষী॥ ১

আপনারে স্পষ্টবক্তা মনে করে যারা
সব হতে তারা মূঢ় দাম্ভিক অজ্ঞান।
বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নিজ ভাবে সদা তারা
একান্ত অভ্রান্ত বেদ বাক্যের সমান। ২

আগে পাপ তার পরে প্রায়শ্চিত্ত আসে,
কোনো একদিন,—এই রীতি চিরন্তন।
হিংসা পাপে প্রায়শ্চিত্ত চলে পাশে পাশে
পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত অভিন্ন এমন। ৩

অমর্য্যাদা লভি নিত্য হ'তেছ হতাশ
সমাজে সংসারক্ষেত্রে আদান প্রদানে,
তব অহমিকা এতে পায় পরকাশ
প্রত্যাশা কর যে বহু আত্ম অভিমানে।

যে জ্ঞান তোমার নহে সে জ্ঞান অসার,
সে জ্ঞান ও শির'পরে শিলাসম ভার,
আত্মাহতে নাহি বয় যেই জ্ঞান ধারা
সে জ্ঞান পঙ্কিল রুদ্ধ তটিনীর পারা। ৫

মাতৃভক্তি।

(পার্শী উপাখ্যান হইতে)

দরগা দগ্ধ করিয়া পাপীরা রাজার তলবে জুটিল যবে,
করে সুলতান দণ্ড বিধান আনতমুণ্ডে দাঁড়ায় সবে।
পত্রীর পরে শাস্তি লিখিয়া বিলি করা হ'ল নির্ব্বিচারে
কাহারো মিলিল জীবন দণ্ড, তপ্ত লৌহ কাহারো ঘাড়ে।
নির্ব্বাসন বা কাহারো ভাগ্যে কাহারো ভাগ্যে বেত্রকশা,
কারো-বা মিলিল নেত্র দহন, কারো চিরদিন বন্দীদশা।
জীবন দণ্ড লভিল যে জন দাঁড়ায়ে কহিল জুড়িয়া পাণি,
মরিতে ডরিনা, শুন নিবেদন একটি সকলে—চরমবাণী।
অন্ধ মায়ের একছেলে আমি তাঁর ভার যদি লওগো কেহ
এই আশ্বাস-প্রবোধ পাইলে পারিব হেলায় ত্যজিতে দেহ।
আসামী দলের উঠি একজন তাহার পত্রী কাড়িয়া নিয়া
কহিল দাঁড়ায়ে, আপন পত্রী তাহার হস্তে গুঁজিয়া দিয়া।
"আমার মায়ের পাঁচ সন্তান তার মাঝে আমি অধম হীন
আমি কুপুত্র মায়ের মহিমা বুঝিনি জীবনে একটি দিন,
তোমার মতন মাতৃভক্ত মাতার সেবায় বাঁচিয়া রোক্
কশার দণ্ড লও তুমি ভাই জীবনদণ্ড আমার হোক্।"

জীবনের সার্থকতা।

(ইংরাজীর ভাবাবলম্বনে)

যে জীবন বটসম সৌন্দর্য্যের মন্দির বিদারি
জনমি, সহস্র বর্ষ মূলশাখা প্রশাখা বিস্তারি'
শুষ্ক জীর্ণ হয়ে শেষে রন্ধনের যোগায় ইন্ধন,
সুদীর্ঘ হলেও, ধন্য স্পৃহনীয় নহে সে জীবন।
তার চেয়ে, যে জীবন অব্জসম পঙ্কে জন্ম লভি'
শুধু দিনেকেরো তরে স্ফুটচিত্তে পূজে প্রেম-রবি,
বাগ্‌দেবতা ইন্দিরার পাশাপাশি রচে সিংহাসন,
এ মর বিশ্বের মাঝে চরিতার্থ ধন্য সে জীবন।
সৌন্দর্য্যের মন্দিরের পূজারী যে দিনেকেরো তরে,
ধ্বংসধর্ম্মী দিগ্‌জয়ীর চেয়ে সেও ধন্য ধরা'পরে।
সুন্দরে যে নাহি বন্দে ব্যর্থ তার বিরাট প্রচার
চঞ্চল-জীবন পদ্ম,—যোগ্য সদ্ম চঞ্চলা পদ্মার।

পাখীর অহঙ্কার।

চীৎকারে চিল কহে "মোর মত বলো বলবান কেবা ?
সব হতে আমি ঊর্দ্ধে উঠিয়া করি সবিতার সেবা।"
শিখী কহে "সখা, আমার মতন সুন্দর কেহ নাই
ভুবন-ভুলানো নৃত্যে আমার মুগ্ধ কে নহে ভাই ?"
কোকিল কহিল "রূপ নাই মোর, নৃত্য করিনা বটে,
আমার মতন মধুর কণ্ঠ,—কাহার ভাগ্যে ঘটে ?"

কাক কহে "আমি নহি সুকণ্ঠ নাহি রূপ, নাহি জোর,
বিশ্ব-বিজয়ী কোকিলে পেলেছি,— ইহাই গর্ব্ব মোর।"

চকোর কহিল "গান গেয়ে আমি জাগাইয়া নিশানাথে
আলোকিত করি বিশ্বভুবন কৌমুদী সম্পাতে।"
চাতক কহিল "বিশ্ব যখন গ্রীষ্মের দাহে মরে
মম আবাহনে জলদপুঞ্জে শীতল জীবন ঝরে।"
কোকিল কহিল "গান গেয়ে আমি হিম ঘুম ঘোর হরি
বিশ্বের মাঝে আনি ঋতুরাজে বর্ষে বর্ষে বরি'।"
কাক কহে "আমি জানিনাক গান, অরুণ উঠার আগে
আমার রুক্ষ তাড়নে ভুবন বিভু নামে নিতি জাগে।"

নিন্দক

গুরুর সমীপে আসিয়া শিষ্য নিবেদিল "প্রভুপাদ,
সারাদিন শুধু 'অমুক' প্রভুর করিছে নিন্দাবাদ।"
শুনে ক'ন গুরু "আমার নিন্দা করেছে সে বুঝি ব্রত।
ক'র তার ব্রত উদ্যাপনের সহায়তা বিধিমত।
আমার দোষের কতটুকু জানে? ক'দিনের পরিচয়?
যাট বছরের সব দোষ মোর অবগত তার নয়।
কত পাপ আমি করেছি জীবনে অবধি তাহার নাই.
ডাক' তারে মোর অপরাধগুলি বিবৃত করিতে চাই,
অগণন মোর মোর দোষ পাপ ত্রুটী সব শুধু জানি আমি,
আর জানে সব যা কিছু গোপন মম অন্তরযামী।

দিওনাক বাধা, বন্ধু আমার করুক নিন্দাবাদ,
প্রচারে প্রচারে ক্ষয় হোক মোর অপরাধ পরমাদ।
ডাক' তারে বাছা, বসুক লইয়া লেখনী-পত্র তবে
বৎসর ধরি লিখুক যা' বলি বিরাট গ্রন্থ হবে।"

দরদের ঋণ

(অনুবাদ)

পড়িনু দৈন্যে—বড় বিপন্ন,—শরণাপন্ন হইনু যার
করি মুখভার দিল কিছু ধার, সে ধনীবন্ধু, কিছু না আর।
র'লনা সেদিন আসিল সুদিন, স'ব কেন আর করুণা তার?
ঘুচিল কুণ্ঠা শোধ করি ঋণ, নেমে গেল মোর হিয়ার ভার।
শোকের আঘাত পাইনু হঠাৎ, গরীববন্ধু আসিল ছুটে,
বক্ষে ধরিল, শিয়রে বসিল, আগুলি রইল পক্ষ পুটে।
বুকে তার ঋণ জাগে নিশিদিন, স্মরণে নয়নে বহিছে বান,
টাকাকড়ি হ'লে পরিশোধ চ'লে, অপরিশোধ্য তাহার দান

একলক্ষ্য

সব জলধারা মিশে প্রণালীতে সব পয়োনালী হ্রদে
নদনদী দিয়া সব হ্রদে যোগ, নদ মিলে মহানদে।
সব মহানদ উপনদী সহ বারিধিতে একাকার,
সিন্ধুরা সব বিশ্ব ভরিয়া রচে মহাপারাবার।
সব উপাসনা সব নিবেদন একে গিয়ে মিশে শেষে,
মহাসিন্ধুতে একই মহাবাণী বিঘোষিত দেশে দেশে।

মহাবিরাটের ভার।

বিরাট বিশাল আকাশ বারিধি হ্রদ নদনদীধারা
ধরিতে পারে না তাঁহারে ভূধর চন্দ্রসূর্য্যতারা।
বিশ্বম্ভরে বিশ্বের রথ বহিতে কভুনা পারে
মহাকাল মহাব্রহ্মাণ্ডও তাঁহারে ধরিতে নারে।
লঘু হয়ে দীন ভক্তের হৃদি করেছেন অধিকার,
চিরদিন তাই ভক্ত বহিছে মহাবিরাটের ভার।

তুলনা

সাধক হরিদাস বাজায়ে একতারা গাইয়া ফেরে গিরিবনে,
বনের পশু পাখী তটিনী তটশাখী তাহার সঙ্গীত শোনে।
ঘুরে সে পথে পথে পল্লী জনপদে পাগল ভিখারীর সাজে
রাজার সভাতে বা ধনীর দ্বার দেশে আসেনা নগরের মাঝে।
একদা সম্রাট কহিল "তানসেন, তোমার গুরু যেই জন
তাঁহার সঙ্গীত শুনাতে হবে আজ, মাগিহে তাঁর দরশন,"
এতেক কহি নৃপ ছদ্মবেশ ধরি চলিল তানসেন সাথে,
তমাল তলে গিয়া হেরিল হরিদাস গাহিছে একতারা হাতে।
কর্ণপুটে পিয়ে অমৃত গীতরস নৃপতি ছলছল আঁখি
শান্তপুলকিত মুগ্ধ চমকিত ফিরিল পদরজ মাখি।
কহিল "তানসেন, রাগিনীতাললয়ে অনেক গেয়েছ ত গান
আজি যা শুনিলাম তাহার মত কই আকুল করেনা ত প্রাণ?"

কহিল তানসেন "কাহার সাথে কার তুলনা কর হায় ভূপ,
গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী কোথা, রুদ্ধবারি কোথা কূপ?
গন্ধমধুভরা কোথা সে সরোরুহ ঋষি যা সঁপে দেবতায়,
কোথা এ উপবনে রঙীন ফুল যাহা বিলাস লাগি ফুটে হায়।
ভারত-ভূপ তব আদেশমত গাই আমি এ লোকসভামাঝে,
বিশ্বভূপালের সভায় গা'ন তিনি, তুলা কি তাঁর সাথে সাজে?"

শেষ গোলাপ

(মুর)

গেছে মধুমাস, শুকায়ে ঝরেছে সকল গোলাপগুলি,
বুলবুলি অলি মিঠে বোলে আর যায়নাক হেথা বুলি,
সবে দিল ফাঁকি, আছিস একাকী শেষ বিদায়ের বাণী,
জীবন পথের একলা পথিক, পথ আর কতখানি?
ব্যথার ব্যথী বা মরমের কথা শুনিতে সাথীটি নাই
তিল তিল করে' দাহ সহে তোরে মরিতে দিবনা ভাই।
প্রিয়জন গুলি ঘুমায় যথায় শোধিয়া ধরার ঋণ,
তুমিও তথায় লভ'গে শান্তি,—জীবন-বৃন্তহীন।
এমনি করিয়া বান্ধবগুলি চলে যাবে যবে ছাড়ি
আমিও তাদেরি পিছু-পিছু আহা চলেযেতে যেন পারি,
মহিমোজ্জ্বল কিরীট হইতে রতন রাজির মত,
প্রেমানন্দের সংসার হতে একেএকে যবে গত,
শূন্য হৃদয়ে সমাধি নিলয়ে একা কে জাগিবে রাতি?
তোর মত যেন সেও হয় ভাই বন্ধুগুলির সাথী।

চাতক

বৃষ্টির নাহিক আশা, খররৌদ্রে দগ্ধপ্রায় মহী
বারি বিন্দু তরে তবু বিহরিছ কত ব্যথা সহি।
তৃষ্ণায় বিশুষ্ককণ্ঠ চীৎকারে বিদীর্ণ হয়ে যায়
তবু তুমি নামিবেনা তৃষাশান্তি লাগি এ ধরায়?
একি অভিমান তব ওরে দীন কাঙ্গাল যাচক
প্রাণ দিবে তবু তুমি নত নও, 'সগন্ধ' চাতক?
বুঝিয়াছি তব নীতি, হে মনস্বি জানিয়াছে সার
নীচের করুণা হতে শ্রেয়ঃ তীব্র বেদনা তৃষ্ণার।
প্রার্থনা নিষ্ফলা তবু বিধেয় তা' মহৎ সকাশে
অগৌরব, যাচ্ঞা যদি পূর্ণ হয় অধমের পাশে।

কবীরের সহজপ্রেম

নীরের মাঝে মীনের মত তোমার প্রেমেই রই
প্রেমের অতুল আদর লভি প্রেমের আঘাত সই।
জানিনাক তোমার বরণ, তোমার স্বরূপ তোমার ধরণ,
বুঝি শুধু তোমার প্রেমের যাতনা পাওয়া থই।

সইতে নারি হোমের জ্বালা জপিনাক তুলসী মালা,
যাইনা কোথাও, তীর্থপথের পথিক আমি নই।
ও প্রেমছাড়া আর কি পেতে, হবে মোরে গুহায় যেতে
জানি না আর কাম্য কিবা তোমার ও প্রেমবই।

বাচালতা

বিজ্ঞ শুধু সার কথা কহে শুভক্ষণে
অন্যথা সংযত রাখে আপন রসনা,
বুদ্ধিহীন নিশিদিন বিনাপ্রয়োজনে
যথা তথা করে নিজ জিহ্বার চালনা।
বীর্য্যবান অনিবার্য্য প্রয়োজন ছাড়া
করেনাক খড়্গ চর্ম্ম কোষের বাহির,
বীর্য্যহীন নিশিদিন হাতে লয়ে খাঁড়া
বাতাসে ঘুরায়ে করে বীরত্ব জাহির।

প্রথম শোক

(মিসেস হিম্যানস্)

ভাইটিকে মোর ডেকে-দাও মাগো খেলিতে যে আমি পারিনা একা
ফুলের সময় এসেছে ত ফিরে,— তার কেন মাগো নেইক দেখা ?
মোদেরি লাগানো বাগানের গাছে ফুলে-ফুলে আর নেই যে ঠাঁই
ডাক' মা তাহারে গাছ ফলভারে, ভেঙে-পড়ে, হাতে ছুঁতে যে পাই।
"বাছারে আমার তব ডাক আর শুনে আসিবেনা হায় সে ফিরে
মধুমাস সম যে মুখ হাসিল ধরায় সে মুখ হাসিবে কি রে ?
গোলাপের মত জীবন তাহার গোলাপেরি মত ফুরিয়ে গেল,
খেলিছে সে বাছা সুর-নন্দনে আজি তুমি হেথা একলা খেল'।"
এত ফুল পাখী সবই ছেড়ে গেল ! আমি তবে তায় বৃথাই ডাকি ?
ভরা ফাগুনের সুখের মেলায় ফিরিবেনা আর পরাগ মাখি ?

গোঠে মাঠে ঘাটে বেড়ান কি শেষ ? মিছে কেন সাঁঝে প্রদীপ জ্বালো ?
সে ছিল যখন কেন বুকে ধরে' আরো প্রাণ ভরে' বাসিনি ভালো ?

জ্যোতিহারা

জীবনের জ্যোতি ফিরেছ দ্যুলোকে অন্ধ করি এ আঁখি
ফুল গৌরব নিয়ে গেছে সব তমাল তিমির রাখি।
বুকের পাঁজর শূন্য পিঁজর বৃথা বহে' মরি ভার,
শোণিতবিন্দু শোক শায়কের ক্ষতে ঝরে অনিবার।
এ গৃহ জীবনে এ ইহ ভুবনে স্পৃহা আর বল কিসে ?
পলে-পলে দহি তিলে-তিলে সহি শত-শত অহিবিষে।
ভবতটিনীর খেয়াপারে যাপি দুর্য্যোগ বিভাবরী,
ঐ পরপারে আবার বাছারে মিলনের আশা ধরি।

স্বপ্রকাশ প্রেম

সে মহাপ্রেমের অনলে যখন জ্বলে' উঠে সব প্রীতি
সে-কথা কারেও ডাকিয়া বলার নাহি কোনদিন রীতি।
সবার দৃষ্টি করে তা উজল, সবার নেত্রে দেয় নববল,
সকল হৃদয়ে দূর করে সে-যে   সব সংশয় ভীতি ॥
কুসুমের মত নিজ সৌরভে মণিসম দীপনায়,
রবিশশিসম তেজোগৌরবে পরকাশে আপনায়।
পরকাশে সে-যে ভাবে-ভঙ্গিতে সকল বচনে কাজে ইঙ্গিতে।
সে নহে গর্ব্ব,—সে প্রেমোল্লাসে ইহাই ধর্ম্ম রীতি।

অনূদিত শ্লোকাবলী

কোটিবার নামজপ একবার ধ্যানের সমান,
সমতুল্য লয়বোধ, কোটিবার ধ্যানধারণার,
লয়জ্ঞান হতে শ্রেষ্ঠ কোটিবার, প্রাণময় গান
গান হতে বড় কিছু নাহি বিশ্বে ভক্তি সাধনার।

ভাস্করদেব নামেন যখন অস্তসাগরতটে
গ্রহতারকায় দেননাক তেজ, দ্যুতি দিয়ে যা'ন বটে।
তাঁরি তেজে তারা বলী হয়ে পাছে তাঁরে করে অপমান
হীন দুর্ব্বল ভস্মের মাঝে নিজতেজ রেখে যান্।

আগুনে পুড়িতে নাহি মোর খেদ লোহারো তাড়নে নীরব থাকি
কুঁচের সঙ্গে তুলনা-তোলন এ-বেদনা আমি কোথায় রাখি?

রসালের রস পান করে' পিক গর্ব্ব করেনা ভুলেও কভু,
কাদাজল পিয়ে ভেক ঘটা করে' মকমক করে' জ্বালায় তবু।

যদুনন্দন তবশুভনাম একবার ভুলে যে উচ্চারে
ভববন্ধনে মায়ার পীড়নে দুঃখ সহিতে হয়না তারে।
তব নাম আমি করি অবিরামই কখন না থামি দিবস-রাতে
বন্ধন মম দৃঢ়হতে দৃঢ় হইতেছে আরো খাঁচার সাথে।

ওগো জলধর, বিহগপ্রবর পিকেরে করিয়া নীরব-নত
ভেকেরে মুখর করিয়া, আদর কদর তাহার বাড়ালে কত।
তাও সহা যায়, কিন্তু হে হায় আবরি নিশীথগগনরাজে,
জোনাকির দল করিলে উজল এ-ব্যথা প্রবল হৃদয়ে বাজে।

দোষ ত্যজি শুধু গুণ লয় গুণী অসতের রতি ঘৃণিত দোষে
নারীপয়োধরে শিশুসুধা হরে জোঁকেরা কেবল শোণিত শোষে।

সোনার পিঁজরে রাখিয়া, এ দেহে বুলায়ে কমলপাণি,
গোরসের সাথে দাড়িমরসাল-রসধারা দেয় ছানি।
মোরে অবিরাম রামরাম নাম শুনাইছে পরিজন,
তবু সেই বনে জন্মকোটরে পড়ে আছে মোর মন।

সুক্ষেত্রে রোপিত বীজে লভে বহু শস্যফল কৃষকবর্গ্গ,
শস্য, ক্ষেত্র গুণায়ত্ত, বপ্তার গুণের পরে করেনা নির্ভর।

ওগো ব্যাধ লও যা'খুশী কাটিয়া দেহের মাংস, কাতর নই,
স্তন দুটী শুধু বাকী রেখ, নেই বাছার উপায় ও-দুটী বই।

প্রেমের বসন্ত

(জামী)

বসন্তের আয়োজন বরষায় ধ্বস্তছিন্ন, দলিত, মলিন,
প্রেমের গোলাপবাগে—চিরমধুমাস জাগে—শাশ্বত নবীন,
বায়ুসমুখর জড় শীতাহত এ-জীবনে—সবি অন্ধকার,
আনন্দের জ্যোৎস্নালোকে কোয়েলে ডাকায় শুধু প্রেমের 'বাহার'

দৃষ্টি

করুক যতই উচ্চে গৃধ্র বিচরণ
নিবদ্ধ তাহার দৃষ্টি গো-শ্মশানপানে,
নীচাত্মা যতই বিদ্যা করুক অর্জ্জন
ঘৃণিত লালসা তারে নীচেতেই টানে।

ভূমিতলে যত নিম্নে করুক নিবাস
ভরতপক্ষীর দৃষ্টি উর্দ্ধপানে ধায়,
মহাপ্রাণ, হোক্ কেন মূর্খ অপ্রকাশ
চিত্ত তার উর্দ্ধমুখী,—পূর্ণ গরিমায়।

মাতৃস্নেহ

নদীহ্রদ উৎসমুখ তড়াগ পল্বল,
গ্রীষ্মতাপে হয় ক্রমে বিশুষ্ক নির্জ্জল,
হিমবারি গুহ্যকক্ষে কূপ রক্ষা করে
অন্তরালে থাকি জীবে দেয় অকাতরে।
সৌভ্রাত্র প্রণয় মৈত্রী করুণা, সংসারে
দুর্দ্দিনে একটী বিন্দু না মিলিতেপারে,
মায়ের সরস হৃদি কভু শুষ্ক নয়
গোপনে সন্ততি তরে উথলিতে-রয়।

ব্যর্থ

সংসার অরণ্যমাঝে কেহ দেয় ফল
কেহ দেয় ফুল, কেহ পল্লব কেবল,
কেহ দেয় ছায়া, কেহ পাখীরে আশ্রয়
কেহ দেয় সবি, কেহ সর্ব্বগুণময়।
যার কিছু নাই, নাই ফুলের সৌরভ
স্নিগ্ধছায়া মিষ্টফল, পল্লব-গৌরব
সেও হেথা ব্যর্থ নয়, নিজ অঙ্গ দিয়া
বিশ্বের জীবন-যজ্ঞ রাখে সঞ্জীবিয়া।

তাঁর সন্ধান

মিছে তাঁহার খুঁজেছ কোথায় তিনি তোমার পাশে
মসজিদে নেই মন্দিরে নেই কাবা বা কৈলাসে।
জপে নেইক যাগে নেইক যোগে বা বৈরাগে
তিনি তোমার আশে পাশে, তিনি তোমার আগে।
গভীর সাগর রবিসোমে নেই ব্যোমে বাতাসে
কবীর কহে আছেন তোমার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।

ধান্য-দূর্ব্বা

চাহিনাক ভোগসুখ, চাহিনাক হিরণ্যের খনি,
চাহিনা মর্য্যাদা খ্যাতি রাজৈশ্বর্য্য, হে বঙ্গজননি।
দিয়ে মোরে জন্মে-জন্মে আশীর্ব্বাদ তব চিরন্তন,
মুঠা ভরি ধানদূর্ব্বা আর কোন' নাহি আকিঞ্চন,
অধিক চাহিনা মাগো চাহিবার নাহি অধিকার,
কাঙাল সংসার মাঝে দীনতম প্রার্থনা আমার,
শাক-অন্নে শিশুগণে দূর্ব্বাদলে গোধনে বাঁচায়ে,
অপ্রবাসী ঋণমুক্ত রহি যেন পল্লী-বটছায়ে।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে
কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।

ঋতুমঙ্গল

মূল্য ॥৵০—সুদৃশ্য বাঁধাই ১৲

প্রবাসীর মন্তব্য। ষড়ঋতুর বিচিত্র বিলাসলীলা, রূপবৈচিত্র্য; ও সম্পদ সম্ভারের বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়া বহু খণ্ড-কবিতার সমষ্টি এই ঋতুমঙ্গল। কবি বিচিত্র ছন্দের কবিতায় প্রকৃতির ষড়ঋতুর বিশেষত্বের সহিত বাঙ্গালীর অন্তরের যোগ সাধন করিয়া দিয়াছেন। যাঁরা প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে মানব মনের ভাব ঐশ্বর্য্যের ওতপ্রোত আদান প্রদান অনুভব করিতে চান তাঁরা ঋতুসংহার-রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের চরণাঙ্কানুসারী এই কবি কালিদাসের ঋতুমঙ্গল পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। প্রবাসী চৈত্র ১৩২৫।

বল্লরী (২য় সংস্করণ,—পরিবর্দ্ধিত)

বাঁধা মূল্য ৷৵০, ভ্রমক্রমে ১ম পাতে ৷৹ আনা ছাপা হয়েছে।

ভারতীর মন্তব্য—কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর ঝঙ্কারে রমণীয়, ছন্দের অপূর্ব্ব লীলায় মনোহর। শব্দচয়নেও লেখকের দক্ষতা অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কলঝঙ্কারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে প্রাণের তার সে ঝঙ্কারে সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে।